ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 March, 2021 ■ আগরতলা, ৬ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২১ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কঠোর মমতা, বাদ ৬৪ বিধায়ক, তারকার মিশেলে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ তৃণমূলের

জঙ্গল মহলে নেত্রী, পঃবঙ্গে প্রত্যাখ্যাতদের তোপ দিকে দিকে

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : ''বাংলার সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে চাই আরও গতি। সেই সঙ্গে জরুরি রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি আর অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য বজায় রাখা। এটাই এবার তৃণমূলের নির্বাচনী 'ব্রত'।'' তা পূরণ করার প্রথম ধাপ হিসেবে পূর্বঘোষণা মত শুক্রবার বিধানসভা নির্বাচনের দলীয় প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানান, ''আমি নন্দীগ্রাম থেকেই লড়ছি। পাহাড়ের ৩টি আসনে লড়বে না তৃণমূল।'' ২৯৪টি থেকে এই তিন আসন বাদ দিয়ে ২৯১টি আসনের প্রার্থীদের নাম জানান তিনি। বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' আর 'সোনার বাংলা গড়ব' দুই শিবিরের আপ্তবাক্যের দ্বৈরথপর্বে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম আসন থেকেই ভোটে লড়বেন জোড়াফুল শিবিরের সেনাপ্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবরাত্রির দিন তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন। ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রামে তৃণমূল সুপ্রিমোর 'আস্তানা' বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার সেখানে পৌঁছেছে ভোটযুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ভবানীপুর আসনে দীর্ঘদিনের সঙ্গী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। শারীরিক অসুস্থতার জন্য এ বারের নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না অমিত মিত্র। এবং পূর্ণেন্দু বসু। ৮০-র উর্ধ্বে যাঁদের বয়স, তাঁদের এবার টিকিট দেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মমতা।

প্রত্যাশা মতো এবারের নির্বাচনে টলিপাড়ার একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করছে তৃণমূল। অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ প্রার্থী হচ্ছেন আসানসোল দক্ষিণে। পরিচালক রাজ চক্রবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ব্যারাকপুর থেকে। কীর্তন শিল্পী অদিতি মুন্সি দাঁড়াবেন রাজারহাট-গোপালপুর আসনে। অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হচ্ছে বাঁকুড়া থেকে। সিঙ্গুরে 'মাস্টারমশাই' রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে প্রার্থী হচ্ছেন বেচারাম মান্না। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাঁড়াবেন দমদম উত্তরে।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে আছেন উত্তরপাড়া কাঞ্চন মল্লিক। শিবপুর মনোজ তেওয়ারী। কামারহাটি মদন মিত্র। উলুবেড়িয়া পূর্ব প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ বসু। ঝাড়গ্রাম বীরবাহা হাঁসদা।

তৃণমূল এবার আগে থেকেই বলেছিল অশীতিপরদের লড়াই থেকে বাদ রাখা হবে। বিশ্রাম দেওয়া হবে অসুস্থদেরও। শুক্রবার পুরনো নতুনের মিশেলে এই প্রার্থীতালিকা যখন সামনে এল, দেখা গেল পূর্ণেন্দু বসু নেই।

রাজনৈতিক মহল বলছে, এই প্রার্থীতালিকায় ৫০ জন মহিলা ও ৭৯টি আসনে তফশিলিরা আছেন। দক্ষ রাজনীতিবিদ, ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা পূর্ণেন্দু বসু প্রার্থী না হলেও তাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাত্মক প্রচারের কাজে লাগবেন নন্দীগ্রামে। অমিত মিত্রও এবার শারীরিক অসুস্থতার কারণে সরে দাঁড়াচ্ছেন। খড়দহে তাঁর পরিবর্তে দাঁড়াচ্ছেন কাজল সিনহা।

থাকছেন না প্রাক্তন মুখ্যসচিব তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মনীশ গুপ্ত। থাকছেন না সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সিঙ্গুরের আসনে দাঁড়াচ্ছেন বেচারাম মান্না। বয়সের কারণে বাদ পড়ছে ব্রজ মজুমদারের নাম। শারীরিক সমস্যার কারণে বাদ যাচ্ছেন সোনালি গুহও। বাদ পড়ছেন অমল আচার্যও। নাম নেই জটু লাহিড়ির। আগে থেকে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছেন মমতার প্রিয় বুয়া তথা সমীর চক্রবর্তী। নিজেকে আগেভাগেই সরিয়ে নিয়েছিলেন রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ও।

টিকিট দেওয়া হয়নি রেজ্জাক মোল্লা, মালা সাহা, রত্না ঘোষ কর, স্মিতা বক্সী,নার্গিস বেগম, রবীন ভট্টাচার্যদেরও। টিকিট পেলেন না রায়দিঘির বিধায়ক দেবশ্রী রায়ও। এছাড়াও আশিস চক্রবর্তী, প্রদ্যুত ঘোষেরাও টিকিট পাননি। টিকিট পাননি হিতেন বর্মন, দীপেন্দু বিশ্বাসরা। বাদ পড়াদের মধ্যে রয়েছেন মোট ২৭ জন।টিকিট পেলেন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসক জোটে জটের অবসান, ৯ মার্চ প্রার্থী ঘোষণার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এডিসি নির্বাচনে শাসক জোটে জটের অবসানের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সূত্রের দাবি, আগামী ৯ মার্চ সরকার গঠনের তিন বছর পূর্তিতে আস্তাবল ময়দানে জনসমাবেশ শেষে জোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেওয়া হবে। আজ উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সরকারি বাসভবনে এবিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হয়েছে। তাতে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে আইপিএফটি, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত এডিসি নির্বাচন নিয়ে শাসক জোটে চরম অশান্তি দেখা দিয়েছিল। জোট শরিকের সঙ্গ ছেড়ে আইপিএফটি তিপ্রাহার সাথে নির্বাচনি আতাত করেছিল। কিন্তু ঐ সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আসন রফা নিয়ে মতানৈক্যের জেরে শাসক জোট শরিক বিজেপির প্রতিই আস্থা রাখল আইপিএফটি। সূত্রের দাবি, আসন রফা নিয়ে ভদ্রস্থ সমঝোতা হয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাথে জোট বেঁধে ছিল আইপিএফটি। বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হবার পর মন্ত্রিসভায় আইপিএফটি দুই জন সদস্য রয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি তারা মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের আবাসে আরও একজন সদস্যকে মন্ত্রী হিসাবে চাইছেন। তাছাড়া, এডিসি নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে প্রার্থী চাইছে আইপিএফটি। স্বাভাবিকভাবে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে শাসক জোটে সমস্যা দেখা দেয়। তবে সম্প্রতি আইপিএফটি দলেও বিভাজন শুরু হয়েছে। কারণ, প্রদ্যোত কিশোরের সাথে সমঝোতায় আইপিএফটি দলে দুই শিবির আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়েছে। তবে, এখন শাসক জোট সমস্যার সমাধান হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রহরগোণার অবসান, প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বিজেপি-জোটের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.) : প্রহরগোণার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যারাত পৌনে সাতটা নাগাদ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি-জোট। টানটান উত্তেজনার মধ্যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, শরিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অতুল বরা, নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, দলের সর্বভারতীয় অন্যতম মুখপাত্র নুপূর শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি আসন শরিক অগপ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল) এবং গণ সুরক্ষা পার্টি (জিএসপি)-র সঙ্গে দফা করে কয়েকজন নয়া প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং।

বিজেপির সর্বভারতীয় সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ১২৬টি কেন্দ্রকে নিয়ে অসম বিধানসভার ৭০ আসনের প্রথম প্রার্থী তালিকা জারি করেছে বিজেপি। ঘোষিত তালিকায় বাদ পড়েছে বিদ্যমান ১১ জন বিধায়কের নাম। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং ২৭ মার্চ প্রথম এবং ১ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ও কেন্দ্রের নাম ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, দল মোট ৯২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বাকি ২৬টি অগপ এবং আটটি ইউপিপিএল ও জিএসপি-র জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আগরতলায় যুবক খুন তদন্তে পুলিশ

আগরতলা, ৫ মার্চ (হি.স.) : সামান্য বাকবিতণ্ডাকে ঘিরে এক যুবক খুন হয়েছেন। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পশ্চিম থানাধীন শানমুড়া এলাকায় এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহতের নাম বিধান দাস। স্থানীয়দের দাবি, পূর্ব বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে আগরতলা পশ্চিম থানাধীন শানমুড়া এলাকায় এক যুবককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে তারই এক প্রতিবেশী। এলাকাবাসীর বক্তব্য, বিমল দাস ও টোটন দাস মিলে বিধান দাসকে রক্তাক্ত করেছে। গামছার মধ্যে টাইলসের টুকরো বেঁধে তার মাথায় আঘাত করা হয়েছে। তাতে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বিধান দাস। স্থানীয় জনগণ তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থা আশংকাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাকে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। জিবি হাসপাতালে তার মাথায় অস্ত্রোপচার করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অস্ত্রোপচার হওয়ার আগেই ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। ওই ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফে পূর্ব আগরতলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পূর্ব বিরোধের জেরে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত অভিযুক্ত টোটন দাস এবং বিমল দাসকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল রাতেই অভিযুক্তদের বাড়িতে হানা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা বাড়ি থেকে পলাতক। তবে তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথে স্বসহায়ক দলগুলি আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে : মুখ্যমন্ত্রী

কুমারঘাট, ৫ মার্চ (হি.স.) : ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথেই স্বসহায়ক দলগুলি আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। তাতে রোজগার বাড়ছে, সাথে কর্মসংস্থানও হচ্ছে। আজ শুক্রবার উনকোটি জেলা সফরে এসে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ কুমারঘাট মহকুমার গকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী স্বসহায়ক দলের তৈরি মাশরুমের আচার তৈরির ইউনিটের উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, এই স্বসহায়ক দলের কর্ণধার মিঠুরানি চক্রবর্তী এসবিআই রুরাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর থেকে মাশরুম চাষ শুরু করেন। বর্তমানে মিঠুরানি চক্রবর্তী দৈনিক ৬৫/৮০ কেজি মাশরুম উৎপাদন করেন। প্রতি কেজি ১৫০ টাকা দরে তিনি এই মাশরুম বিক্রি করছেন। মাশরুম বিক্রি করে এখন তার মাসিক আয় আনুমানিক ৩৫ হাজার টাকা।

মাশরুমের আচার ইউনিট উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মিঠুরানি চক্রবর্তীর দু'টি মাশরুম প্রসেসিং ইউনিট ঘুরে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মিঠুরানি চক্রবর্তীদের তৈরি স্ব-সহায়ক দল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথে এখন আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। তাঁরা নিজেরা যেমন রোজগার করছেন তেমনি অন্যদেরও রোজগারের পথ খুলে দিচ্ছেন।

গকুলনগরে মাশরুমের আচার তৈরির ইউনিটের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পাঁচজনকে প্রধানমন্ত্রী জন-আরোগ্য যোজনার স্মার্টকার্ড

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন না বৃদ্ধা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। জীবিত বৃদ্ধাকে মৃত দেখিয়ে বার্ধক্য ভাতা কেটে দেওয়া হল। অমানবিক এই ঘটনা ঘটেছে কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার মধুপুরে।

কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার এক বৃদ্ধা মহিলা বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই বার্ধক্য ভাতা পেয়ে আসছেন। ওই বৃদ্ধার নাম জ্ঞানদা সুন্দরী নম:। তাঁর স্বামীর পুত্র কেউ জীবিত নেই। পুত্রবধূ থাকলেও মানসিক ভারসাম্যহীন। তাঁর একমাত্র কন্যাও স্বামীহারা। বয়সের ভারে ন্যুজ ওই বৃদ্ধা শেষ পর্যন্ত মেয়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।

বৃদ্ধা জানান, তিনি বক্সনগর ব্লকের খনকা টিলা পূর্বপাড়া ৫ নম্বরওয়ার্ডে বসবাস করতেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাকে ১০ কেজি করে চাল এবং ৫০০ টাকা বয়স্ক ভাতা দেওয়া হতো। চার বছর আগে তিনি চলে আসেন কোনাবন এলাকায় ছেলের কাছে। তখন ভাতার ব্যাংকের বই পরিবর্তন করে মধুপুর গ্রামীণ ব্যাংকে নিয়ে আসা হয়। এখানে এসেও তিনি ভাতা পেয়েছেন। ছেলে মারা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও দুই মাফিয়া পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৫ মার্চ।। মাফিয়া দমনে আরও এক ধাপ সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। আজ এডিনগর থানার পুলিশ বিজয় দাস ও প্রদীপ সুত্রধরকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা এয়ারপোর্ট থানায় ঠিকেদার অপহরণ মামলায় যুক্ত রয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

প্রসঙ্গত, মাফিয়া দমনে ত্রিপুরা পুলিশ লাগাতর প্রয়াস জারি রেখেছে। এয়ারপোর্ট থানাধীন ঠিকেদারি কাজে নিগো বাণিজ্যের ফলে দায়ের মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে। সম্প্রতি মাফিয়াচক্রের মূল পান্ডা রাজু বর্মনকে পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আজ আরও দুই মাফিয়াকে জালে তুলে নিগো বাণিজ্য লাটে তোলার পথে আরও এক কদম এগিয়েছে পুলিশ।

আগরতলা-আখাউড়া রেলপ্রকল্প অপেক্ষা নতুন দিগন্তের, খুলবে সমস্ত সম্ভাবনার দুয়ার

আগরতলা, ৫ মার্চ (হি.স.) : ভৌগলিকগত অবস্থান আগামীতে ত্রিপুরার জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে। অবশ্যই পড়শি দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করার কোনও অবকাশ নেই। কারণ, বাংলাদেশের সাথে রেল সংযোগের মাধ্যমে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হতে চলেছে। সম্ভবত অপেক্ষা করতে হবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। ত্রিপুরার নিশ্চিন্তপুরের সাথে বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন হয়ে যাবে। দ্রুতগতিতে রেলেওয়ের কাজ সে-দিকেই ইঙ্গিত করছে। নতুন সম্পর্কে অনেক নতুনত্বের ছোঁয়া মিলবে, তা সরেজমিনে পরখ না করলে বোঝা দায়। অবশ্য, ত্রিপুরাকে দেশীয় মানচিত্রে এভাবেই সম্ভাবনাময় স্থানে তুলে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবদান অস্বীকার করা যাবে না।

নিশ্চিন্তপুরে আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইন নির্মাণ কাজ জোর কদমে চলছে। ছবি ঃ নিজস্ব

এক সময় পার্বত্য এই রাজ্য যেখানে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হলে গোটা দেশের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, সেখানে আগামী এক বছরের মধ্যে জলপথ এবং স্থলপথে অতি অল্প সময়ে দেশের অন্য রাজ্যের সাথে জুড়ে যাবে ত্রিপুরা। অবশ্যই, বাংলাদেশের মাধ্যমে ওই সুযোগ পাবে রাজ্য। বিশেষ করে রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কমবে দূরত্ব, সাথে কম হবে পরিবহণ খরচও। তাতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের খুশির কিনারা হবে না।

২০১৩ সালে ঐতিহাসিক আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল। ভারত এবং বাংলাদেশে রেল সংযোগ স্থাপনে ভারত সরকার সমস্ত অর্থ বহন করবে, এমনটাই স্থির হয়। কিন্তু কাজ শুরু হতে সময় নেয় প্রায় তিন বছর। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ভারতের তদানীন্তন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু এবং বাংলাদেশের রেল মন্ত্রী মহম্মদ মুজিবুল হক ত্রিপুরায় দাঁড়িয়ে আগরতলা-আখাউড়া ডুয়েল গেজ রেল প্রকল্পের রাজ্যের অংশের কাজের সূচনা করেন। অন্যদিকে, ২০১৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উপস্থিতিতে ভিডিও কনফারেন্সে বাংলাদেশের অংশের কাজের সূচনা করেন। প্রকল্পের প্রারম্ভিক অবস্থায় ভারতের অংশের নির্মাণ কাজে ৫৮০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশের অংশে নির্মাণ কাজে ৯৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে ভারতের অংশে কাজের জন্য বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪০ কোটি টাকা। সময় যত এগিয়েছে, কাজের গতি তত বেড়েছে। সাথে দুই দেশের সম্পর্কে মাধুর্য নতুন মাত্রা নিয়েছে। কারণ, আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পে পরিকল্পনা ছিল, ট্রেন আগরতলা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দা-এর কোপে আহত ওসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৫ মার্চ।। পারিবারিক বিরোধ থামাতে গিয়ে দা-এর কোপে আহত হলেন কাঞ্চনপুর থানার ওসি সমীর রায়। দশদা রাধামাধবপুর গৌরশঙ্কর এলাকার বাসিন্দা তপন চক্রবর্তীর দা-এর কোপে তিনি আহত হন। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আজ বিকেলে তপন চক্রবর্তী বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করছিলেন খবর পেয়ে কাঞ্চনপুর থানার ওসির নেতৃত্বের পুলিশ ঘটনার স্থলে ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে দেখতে পায় বাড়িতে জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে। পুলিশ এগিয়ে যেতেই দা দিয়ে ওসি সমীর রায়কে আঘাত করেন তপন চক্রবর্তী। তাতে সমীরবাবু গুরুতর আহত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পুলিশ কর্মীরা তপন চক্রবর্তীকে আটক করেন। পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি আহত কাঞ্চনপুর থানার ওসিকে চিকিৎসার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগেই চোখের জলে মঞ্চ ভাসালেন প্রদ্যুত

আগরতলা, ৫ মার্চ (হি. স.) : ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার আগে তিপরাহা আদিবাসী প্রগতিশীল আঞ্চলিক জোটের (টিপ্রা) চেয়ারম্যান প্রদ্যুত কিশোর দেব বর্মন বিশ্রামগঞ্জ-এ একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে যান এবং বলেন, যারা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের তিনি সময়মতো জবাব দেবেন। এদিন প্রমোদ নগর এলাকার জগাইবাড়িতে তিপ্রা মথা-র সমর্থনে জড়ো হওয়া জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় ভেঙ্গে পড়েন তিনি এবং মঞ্চে তাকে চোখের জল মুছতে দেখা গেছে।

তিনি বলেন, আমি পোইলা জাতি উলো পার্টি শ্লোগান শুরু করেছি। যার জন্য আমাদের তিপ্রাসা সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে রাজপরিবারের জন্য লজ্জা বলে অভিহিত করেছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ককবরক-এ কথা বলতে না পারায় এবং গত ২৫ বছরে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় আমাকে বানোয়াট বলা হচ্ছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ত্রিপুরার রাজনীতির স্তর এতটাই নিচে নেমে গেছে যা আমরা ভারতের আর কোথাও দেখতে পাই না। দেববর্মণ দাবি করেন, ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, দীর্ঘ বছর ধরে বঞ্চিত তিপ্রাসার মানুষ এবং তাদের অধিকারের জন্য এই লড়াই। তিনি বলেন, রাজনীতির স্তর এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে ভেবে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তাঁর দাবি, ক্ষমতার স্পৃহা থাকলে অনেক আগেই সাংসদ হয়ে দিল্লি চলে যেতে পারতাম। আরাম-আয়েশে দিন কাটাতাম। কিন্তু, সেই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছি। প্রদ্যুত এদিন পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ-কে নিশানা করে বলেন, জনজাতি-দের কল্যানে কাজ করার মানসিকতা থাকলে রেবতী ত্রিপুরার উচিত উচিত আমরা বাঙালি-কে চ্যালেঞ্জ জানানো। তা না করে তিনি তিপ্রা-র সমালোচনা করে চলেছেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি দাবি করেন, যারা তাঁর নাম ব্যবহার করছেন তাদের কোনভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না। তিপ্রা এবং একতার বিপক্ষে যারা যাবে তাদের যথাসময়ে জবাব দেওয়া হবে। তার সাফ কথা, গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড''-এর দাবী সকল তিপ্রাসার মানুষের জন্য। তাতে, ১৯ টি জনজাতি সম্প্রদায় এবং বাঙালি, মুসলমান, মণিপুরী এবং অন্যান্য রয়েছেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৪৫ ▫ ৬ মার্চ ২০২১ ইং ▫২১ ফাল্গুন ▫ শনিবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

হেঁসেলে আগুন

মূল্যবৃদ্ধি আর নতুন কথা নয়। প্রায় সারা বছর মূল্যবৃদ্ধির আঁচে সাধারণ মানুষের হাত পুড়িয়া চলে। প্রান্তিক মানুষদের কথা বাদই দিলাম, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেও আজ নুন আনিতে পান্তা ফুরাইবার দশা। বর্তমানে পেট্রল-ডিজেলের দাম আকাশ ছুঁইয়াছে, যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছে বাজারে। হেঁশেলের গ্যাসের দাম ডিসেম্বরে দু'দফায় ১০০ টাকা বৃদ্ধির পরে আবার সম্প্রতি ২৫ টাকা প্রতি সিলিন্ডারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যদিও ভর্তুকি বাড়েনি। সর্ষের তেলের মূল্য প্রতি দিন চড়চড় করিয়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাইরে চলিয়া চাইতেছে। সাধারণ বাড়িতে তেল দিয়ে মাখিয়া আলুসিদ্ধ ভাত খাওয়াও যেন আজ বিলাসিতা মনে হয়।

কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বহু মানুষেরই হয় চাকরি নাই, অথবা কর্মক্ষেত্রে কাজের সঙ্কোচন ঘটিয়াছে। ফলে উপার্জন প্রায় তলানিতে। এই অবস্থায় দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে সংসার চালানোই সমস্যার। আয় অর্ধেকেরও কম। এই কথা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে

'দায় কাহার?' তেলের দাম বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের 'বাকি রাখা খাজনা মোটে ভাল কাজ না' মানসিকতাই প্রকাশ পায়। এই অর্থনৈতিক অবস্থায় উত্তরোত্তর জ্বালানির দাম বৃদ্ধি শাসকের 'শোষক' রূপটিকে প্রকাশ করে। তার জন্য পূর্বসূরিদের দোষারোপ করাও হাস্যকর মনে হয়। জ্বালানির দামের ৫৫ শতাংশ দাম আসলে সরকারি কর। এই সত্য সবার জানা ও বোঝা খুব দরকার। যে অপ্রত্যক্ষ কর প্রতিনিয়ত তাঁরা দিয়ে চলিতেছে।সেটা কি যথেষ্ট নয়? ব্যক্তিগত গাড়ি হোক, বা স্কুটি কিংবা গণপরিবহণ সব ক্ষেত্রেই যে জ্বালানির দাম বা টিকিটের ভাড়া আমরা দিচ্ছি, তা তো আসলে করের অংশই। প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায় দরকারি, কিন্তু সঙ্গে নাগরিক সমাজ যাহাতে মূল্যবৃদ্ধি এবং করের বোঝায় জর্জরিত না হয়, সেটা দেখাও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য। আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিনা, কেন এই মিথ্যাচার? পেট্রলিয়ামের মূল্য আকাশছোঁয়া হওয়ার বিষয়ে কেন ভুল তথ্য পরিবেশন করা হইতেছে?

তেলের উপর বর্ধিত হারে কর আদায় করিলে দেশের সব কিছুরই মূল্যবৃদ্ধি হয়। অথচ, ভারতের মানুষকে বোকা বানাইবার জন্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই ভুল তথ্য পরিবেশন করিতেছেন।

গত ডিসেম্বর থেকে আড়াই মাসে রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডারে প্রায় ২০০ টাকা বাড়ল। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল-গ্যাস সংস্থাগুলোর সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী, ১৪.২ কিলোগ্রামের ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দাম আরও ২৫ টাকা বাড়িয়া ৮২০.৫০ টাকা হইল। দু'সপ্তাহ আগেই বাড়িতে ব্যবহার করার সিলিন্ডারের দাম বাড়িয়াছিল ৫০ টাকা। কিন্তু ভর্তুকির অঙ্ক অপরিবর্তিতই।

এর ফলে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে নাভিশ্বাস। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বারিলেও ভর্তুকি বাড়িবে না। অর্থাৎ, বছরে ১২টি সিলিন্ডারে যে সামান্য ভর্তুকি মিলিত, তাহাও তুলিয়া দেওয়ার ইঙ্গিত মিলিয়াছে। প্রায় ২৮ কোটি উপভোক্তার উপরে বাড়তি বোঝা চাপানো হইয়াছে।অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিতে পারে। অতএব সাধু সাবধান।

বিয়ের বয়সবৃদ্ধি করলেই হবে না, বিয়ে মোক্ষ নয়—এ চেতনাও যে জরুরি

শান্তনু রায়

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়ষ আঠারো থেকে বৃদ্ধি করে একুশ করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। বিয়ের বয়স বৃদ্ধির এই সাম্প্রতিক সরকারি প্রস্তাব সাধুবাদযোগ্য হলেও এর বাস্তবায়ন কতখানি সম্ভব সে প্রশ্ন থেকেই যায় কারণ না আছে উপযুক্ত সামাজিক পরিকাঠমো, না অভিভাবকদের সচেতনতা।

সাম্প্রতিক লকডাউনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অংশ গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা বৃদ্ধির মতো বাল্যবিবাহের ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, কর্ণাটকে লকডাউনের মধ্যে নাবালিকা বিবাহ ব্যাপকহারে বেড়েছে। এপ্রিল থেকে জুলাই—এই চার মাসে ১৪৬টি বাল্যবিবাহের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। কর্ণাটক স্টেট কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস (কেএসসিপিসিআর)-এর চেয়ারম্যান বলেছেন, 'যে সময় প্রশাসন সারা রাজ্যের কোভিড-১৯ ও লকাডাউন সামলাতে ব্যস্ত ছিল অভিভাবকেরা মনে করেছেন যে সেটি প্রশাসনের নজর এড়িয়ে নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত সময়।

এখন যেমন এক শ্রেণির অভিভাবক মেয়ের ১৮ বছর বয়স হতেই বিয়ে দিতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন ২১ বছর নিম্নতম বয়ঃসীমা বার্য বলে এরা অপেক্ষা করে থাকবেন কবে মেয়ের বয়স কোনোরকমে ২১-এর কাছাকাছি হয়, তাহলেই কেল্লা ফতে। তবে হয়ত আশা করা যায় যে বিয়ের ন্যূনতম বয়স তিন বছর বৃদ্ধি পেলে অবিবাহিত জীবনের এই বাধ্যতামূলক বাড়তি তিন বছর সময় হয়ত অনেক মেয়েদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, অন্তত যাদের শিক্ষাজীবন চলছে কিংবা যারা আরো অধিক ও উচ্চতর শিক্ষালাভ কিংবা/এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগ্রহী।

প্রসঙ্গত এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ভাবনা 'চুজ টু চ্যালেঞ্জ' যে মানসিকতা-লৈঙ্গিক সাম্যের ভুবন নির্মাণে একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু অন্যদিকে দুর্ভাগ্যের এই যে, এখনও অনেক পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শোখানো হয় কেবলমাত্র 'যোগ্য' পাত্র লাভের লক্ষে এবং বিয়েণ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্চার পরিসমাপ্তি জেনেই একটা 'পাশ' থাকলে 'ভাল' পাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধির আশায়। অর্থাৎ হয়ত এভাবে অগোচরেই মেয়েদের একটি সামগ্রী বা পণ্য জ্ঞানে 'প্রস্তুত' হয়ে বহু বরের কাছে উপস্থাপনের প্রয়াস যাতে সেই কন্যেটিও সোৎসাহে অংশগ্রহণ করে অনেক ক্ষেত্রেই। বিয়ে মোক্ষ নয়, শিভার্জনের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা---এই জরুরি বিষয়টি বিবাহের তাগিদে বা বিবাহোত্তর জীবনের আবর্তে হারিয়ে যায়।

এখনও এই সমাজেই দস্তুর জন্মগ্রহণের পর কন্যাসন্তানকে ক্রমে বিধিনিষেধ দিয়ে 'মেয়ে করে তোলা। একটা 'মাইন্ডসেট' কাজ করে---নারীদের একাংশের মধ্যেও। হয়ত সে কারণেই ফরাসি লেখিকা ও দার্শনিক সিমোন দ্য বেভয়া তাঁর গ্রন্থ দি সেকেন্ড সেক্স -এ বলেছিলেন উপর্যুপরি দু'বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানীর রাজপথে কুচকাওয়াজে সমস্ত পুরুষ জওয়ানদের নেতৃত্বে থাকা দৃঢ়চেতা ভাবনা কস্তুরীর বা ক্যাপ্টেন তানিয়া শেরগিলের আত্মবিশ্বাসী দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা অবলোকন করে অনেকের মনে হতেই পারে এ 'জোশ' ভারতের নারীশক্তির এক গৌরবময় অভিযাত্রার প্রতীক যা স্বীকৃতি পেয়েছে শীর্ষ আদালতের রায়েও---সামরিক বাহিনীতে মহিলাদেরও স্থায়ী কমিশনড অফিসার হিসাবে নিযুক্তির দাবি মান্যতা পাওয়ার। কিন্তু এমনতার ঘটনায় এদেশের সামগ্রিক চিত্র প্রতিপলিত হয় না। নারীশক্তির এবিধ বিভিন্ন সার্তক অভিপ্রকাশ সত্ত্বেও সংশয় থেকেই যার ভারতীয় নারীদের এমনতর দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক প্রভাবে কতটা অনুপ্রাণিত হবে বাকি ভারতবর্ষ বা এ সম্বমেধ আদৌ কি অবহিত এ ভারতের গ্রামীণ নারীসমাজ? নাকি এ নাগরিক মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমের আলোচনার পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? সমাজের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কতখানি পরিবর্তন হবে এর দ্বারা। ইন্ডিয়া এবং ভারতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এক তথ্য বলছে, ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে কন্যাসন্তান জন্মের হার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেকে কমেছে এবং অন্যদিকে ভারতের শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের অবদানের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় কম।

আজ বৃহত্তর নারীসমাজ পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমানাধিকারের লড়াইয়ে সক্রিয়, সঙ্গক্ষেত্রেই আত্মনির্ভরশীলতার আত্মপ্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ততখানি মান্যতা পায় না।

রবীন্দ্রলোকে সৃষ্ট প্রতিবাদিনী মৃণাল যখন বলে 'তোমার জানোনি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সেই ছাইপাশ যাই হোক না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি, সেইখানে আমার মুক্তি, সেইখানে আমি আমি, তখন আধুনিক নারীর অন্তরের একান্ত আকুতিই ধ্বনিত হলেও বাস্তবে তা প্রাণিত করতে সক্ষম হয় না সামগ্রিকভাবে এমনকী উচ্চডিগ্রিধারী নাব.ীসমা েজব. এক াংশ েকও। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক 'উচ্চশিক্ষিত' মহিলারাও বিবাহোত্তর জীবনে এতদিনকার অর্জিত শিক্ষাচর্চার ছেদ ঘটিয়ে অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটিয়ে এমনকী অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর ইচ্ছা উৎসাহও উদ্যোগ সত্ত্বেও স্বামীর ওপর অকারণে নির্ভরশীল এবং স্বামীর 'নিরাপত্তায়' রক্ষিত 'সংসারে' দিনযাপনে 'সুখী' থাকতে ইচ্ছুক হন অনেকটাই অভ্যাসবশত। এঁরা 'সংসার' করার মোহে নিজের অর্থনৈতিক সাবলম্বন এর 'ঝামেলায় অনাগ্রহী যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে---এ বহুশ্রুত বচন বিস্মরণে। এভাবে অনেক উচ্চশিক্ষার পাঠ ও সৃষ্টিশীল প্রতিভাও ক্রমে যন্ত্রে রূপান্তরিত সংসার এর চাহিদায় দৈনন্দিন গৃহকর্মের দক্ষতা বা রন্ধনশিল্পের নিপুণত্বের মধ্যেই বিলীন হয়ে সার্থকতা লাভ করে। বলা বাহুল্য মেয়েদের জীবনদর্শন নিয়ে তথাকথিত 'সাংসারিক' দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন না বদলাবে, বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দিলেও ভারতীয় নারী নিস্তার পাবে না এ অভিমত সমর্থন পায় চলমান বাস্তবতা থেকেই।

সাধারণভাবেও চাকরিরতাদের প্রতি স্বামীর গরবে গরবিনী গৃহবধূরা আপাত করুণার অন্তরালে এক ধরনের গোপন ঈর্ষাবোধেও জর্জরিত হন এবং অনীহা থাকে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা নারীদের আরোহণের এবং যাপনকাহিনী অনুধ্যানে।

অদ্ভুত শোনালেও সত্য যে এখনো কিছু শিক্ষিত নারীরাও নিজেরাই মনে করেন যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বা পেশায় মহিলারা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নন এবং যে কোনো সমস্যায় একজন পুরুষের 'বৃদ্ধি' এবং উপস্থিতি খুব দরকার।

প্রসঙ্গত সার্ধ শতবর্ষের অধিক পূর্বে জন্মগ্রহণ করা প্রথম অন্যতমা মহিলা স্নাতক এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি যিনি সংসার ও একাধিক সন্তান সামাল দিয়েও পেশায় সফল এবং দেশহিতব্রতে সদা সক্রিয় ছিলেন, হয়ত ইদানিং কিঞ্চিৎ পরিচিত টেলিসিরিয়ালের কল্যাণে সেই মহিলামহলেও যাদের অনেকেরই 'আধুনিকতা' বর্হিআবরণেই, কূপমণ্ডুক অন্তরলোকে প্রাণিত হয় না আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে ব্রতী হতে।

নারী যে কেবল একত সম্পত্তি বা উপভোগের সামগ্রী নয় তারও নিজস্ব সত্তা, মন ও মন এবং জগত—এ বিষয়ে ক্রমে সচেতনা হয়ত জাগতে অন্তত একাংশের মাঝে। তবু এই সমাজের একাংশের মানসিকতার পরিবর্তন সহজসাধ্য না হওয়ায় ভিন্ন ভাবনার ও ব্যতিক্রমীদের নারীদের জীবন ও যাপন কন্টকমুক্ত নয়, স্বপ্নপূরণও অনায়াস ও বিঘ্নবিহীন হতে পারছে না।

তবে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নের তাগিদে বাড়ির ঠিক করা বিয়ে ভেঙে দেবার সাহসিকাদের অনেক ঘটনার পাশাপাশি এখনও বিবাহ পরবর্তী জীবনে শিক্ষাচর্চায় ছেদ ঘটাতে নারাজি সদ্যবিবাহিতার পরিণামে অস্বাভাবিক মৃত্যু আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অন্যদিকে 'আলোকপ্রাপ্ত' পরিবারেরও শ্বশুরবাড়ির বিরোধিতা ও নিত্যগঞ্জনা সত্ত্বেও আরও উচ্চতর শিক্ষায় (গবেষণামূলক) কৃতিত্ব অর্জনের জন্য মরিয়া বিবাহিতা শিক্ষিকার আত্মহননের শিরোনামে সূচিত হয় পুরো-র লক্ষ্যে নারীর স্বচ্ছন্ন ও স্বনির্ভর পরিক্রমণের আকুতিরই দ্যোতনা। লৈঙ্গিক সমানাধিকার অর্জনের সংগ্রামের দুর্গম যাত্রাপথ অতিক্রম করতে গেলে প্রত্যেক নারীরই লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মনির্ভরশীলতা। 'সংসারের' মোহে নিজের প্রতিভা বা সম্ভাবনার অপমৃত্যু নয়। এ সত্য অনুধানে 'শিক্ষিত' মহিলাদেরও অনীহা কিন্তু লৈঙ্গিক সমানাধিকারের সংগ্রামের পক্ষেও নেতিবাচক কারণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারীর নিজেরই চিন্তাধারা ও মানসিকতার পরিবর্তন। সাফল্য আসবে তখনই।

এ প্রসঙ্গে সত্যের খাতিরে উল্লেখ করতেই হয় ইতিমধ্যে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও বদল ঘটেছে। সব পুরুষই স্ত্রী উচ্চশিক্ষা বা চাকুরিজীবনের প্রতি খড়গহস্ত এমনটি হয়ত নয়। স্ত্রীর কর্মজীবনের প্রতি বিবেচক সহায়ক সহানুভূতিশীল এমন সহমর্মী পুরুষ (স্বামী) আজ বিরল নয়, অনাগ্রহী বা প্রতিবন্ধক নয়, স্ত্রীর আত্মপ্রতিষ্ঠায়। কিন্তু সেখানেও আবার আছে ভিন্নতর গল্প ভালবেসে শুরু সুখী দাম্পত্যে শিক্ষিত স্বামীর উদ্যোগেই বিয়ের পরই স্ত্রীর উচ্চশিক্ষা অর্জিত হলেও বিবাহ পরবর্তীতে পড়াশোনাচর্চা বা চাকরিতে স্ত্রীর নিজেরই বিরূপতার কারণেই কেরিয়ার বা প্রতিষ্ঠা অধরা। কোনোভাবে একটি ডিগ্রি অর্জন ও বইমেলা, নাটক রবীন্দ্রসদন, নন্দন আর একাডেমি চত্বরের সাংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যৌথ বিচরণ ছিল যে হবু স্বামীর মনতষ্টির উদ্দেশ্যমাত্র---একথা ক্রমশ প্রকাশ্য। 'সংসার করার ' ব্যস্ততায় মল, মার্কেটিং এবং দীর্ঘ ফোনালাপ, স্মার্টফোনে সিরিয়াল ও রন্ধনপ্রণালী ব্যতীত সবকিছুতেই অনীহা, এমনকী দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলাতেও। বিয়েই মোক্ষ, 'সংসার করাও একটা বয়সে এমন মনে হয অনেকের। আবার এক সময়ের পর হয়ত মনে হয় সংসার বিষবৎ কিংবা সংসারের জন্যই জীবন ব্যর্থ। কিন্তু সম্বিত ফিরলেও তখন আর নতুন করে কিছু আরম্ভ করার পথ প্রায় রুদ্ধ, সাথী হতাশাও।

দুর্ভাগ্য, এঁদের হয়ত উদ্দীপ্ত করে না কবির সে সুস্পষ্ট উচ্চারণ---'আমার দুর্গী ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্ত্যে/আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজের নিজের শর্তে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বইমেলা প্রাণের মেলা

গৌতম দাস

কথা সাহিত্যিক লিও টলস্তয় বলেছিলেন, তিনটি জিনিষ মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, বই, বই এবং বই। অজানাকে জানা এবং অচেনাকে চেনার যে চিরন্তন আগ্রহ মানুষের মধ্যে বহমান সেই আকাঙ্খা পূরনের সহজ রাস্তা হল বই। আর বইমেলা হচ্ছে প্রাণের মেলা। গত ২৬ ফেবয়ারি বিকালে অনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা হল ৩৯ তম আগরতলা বইমেলার। ১৪ দিন ব্যাপী চলবে এই মেলা। গত বছর থেকেই আগরতলা বইমেলার স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে যাওয়া হয়। হাঁপানিয়া অন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের বৃহত্তম পরিসরে। বইয়ের স্টলের পাশাপাশি প্রাক'তিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর এই প্রাঙ্গণ। গত বৎসর থেকেই বই প্রেমীদের কথা মাথায় রেখে মেলা চলাকালীন রাধানগর বাসস্ট্যাণ্ড, চন্দ্রপুর মোটরস্ট্যাণ্ড এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এ বছরও তা অব্যাহত রাখা হয়।

কথা হচ্ছিলো দিল্লী থেকে আগত হিমালয়া পাবলিশার্সের সঙ্গে যুক্ত পুস্তক ব্যবসায়ী রঘুবীর সিং এর সাথে। তিনি জানান, দেশ বিদেশের বহু বইমেলায় তিনি গিয়েছেন কিন্তু এরকম অভিনব উদ্যোগ দেখেন নি যেখানে বইপ্রেমীদের কথা মাথায় রেখে ফ্রি বাস পরিষেবা দেওয়া হয়। বই মেলায় এবারের ম'সজ্জা এবং মূল তোরণটি সবার বাহবা কঁড়িয়েছে। এক নতুনত্বের ছোঁয়া পেয়েছে এবারের এই বইমেলাতে। যা বইমেলাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। গত ৩ মার্চ ষষ্ঠ দিনে ছিল বইমেলা ম'রে নামাকরন করা হয়েছিল রাজ্যের ক'তি সন্তান পুলিন দেববর্মার নামে। রাজ্যের অন্যাতম সরকারি ভাষা ককবরক। সেই দিন ককবরক কবি সন্মেলনের মধ্য দিয়ে দিনটি শুরু হয়। গবেষক অমল দেববর্মার ককবরক লোকসাহিত্য, গবেষক বিপ্লব দেববর্মা ককবরক উপন্যাস এবং গবেষক মনি দেববর্মা ককবরক সাহিত্য নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। গীতিকার ও কবি বিকাশ রায় দেববর্মার স'ালনায় ককবরক সাহিত্য দিয়ে আলোচনাচক্রটি দর্শকমণ্ডলী উপভোগ করেন। ককবরক কবি সম্মেলনে স'ালনায় ছিলেন নন্দ কুমার দেববর্মা। সন্ধ্যায় সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে দক্ষিণ জেলা থেকে আগত শিল্পীগণ পরিবেশন করেন ওয়া নৃত্য, হজাগিরি নৃত্য এবং দলগত নৃত্য। উত্তর পূর্বা'ল সাংস্ক'তিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় উত্তর পূর্বা'লের রাজ্য নাগাল্যাণ্ডের হর্ণবিল, মিজোরামের চেরো এবং অরুনাচল প্রদেশের জজ জাজা নৃত্যে পরিবেশিত হয়। ম'রে সামনে সমবেত বই ও সংস্ক'তিপ্রেমি মানুষের উপস্থিতি দেখে মনে হয়েছিল এযেন এক সাংস্ক'তিক মেলবন্ধন। বই কেনার আমাদের চিরায়ত সংস্ক'তির সঙ্গেও পরিচিত হওয়া।

সুস্থ মানসিকতার জন্য বই পড়া যেমন জরুরি, তেমনি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্যও সংস্ক'তি চর্চা জরুরি। তাইতো এবারের বইমেলাতে এই বৈচিত্রময় সুস্থ সংস্ক'তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। উত্তর পূর্বা'ল রাজ্যগুলির সংস্ক'তি এবং ঐতিহ্যকে এবারের বইমেলায় তা তুলে ধরা হয়েছে। অনেকে বলেন, ইন্টারনেট এর যুগে বই পড়ার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। কিন্তু সৃজনশিলতা মননশীলতা এই সব গুনাবলীর বিকাশে বই খুবই ভাল বন্ধ। বই পড়ে যে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায় তা অন্য কিছুতে অসম্ভব। কবিগুরু বলেছেন, 'ভালো বই আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়'।

চারু মার্কেটে রহস্য মৃত্যু

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.): শহর জুড়ে এখনও রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আবহের মাঝেই শহরে রহস্য মৃত্যু। শুক্রবার চারু মার্কেটে রহস্য মৃত্যু। এদিন চারু মার্কেট থানা এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ ঘিরে রহস্য। পুলিশ এসে ঘর থেকে দেহ উদ্ধার করে। জানাযায় সুবীর কুমার বসু নামে ওই ব্যক্তি ওই এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। যদিও ওই ব্যক্তির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তার সাথে থাকে না। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে ওই ব্যক্তিকে দেখতে না পেয়ে কলকাতা পুলিশকে খবর দেয় ওই বাড়ির অন্য সদস্যরা। এরপর পুলিশ আসলে ঘর থেকে দেহ উদ্ধার হয় তার।

দশ কোটি বছর ধরে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত যে প্রাণ

জনরঞ্জন গোস্বামী

সমুদ্রতলায় কাদামাটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে এমন কিছু মাইক্রোব, আশ্চার্য এদের বয়স দশ কোটি বছর। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রের তলায় ছিদ্র করে কাদা মাটি তোলা হলে দেখা দেল তার মধ্যে মিশে অছে মাইক্রোব। হ্যাঁ, এরা যে সময়ের তখন পৃথিবী তল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ডায়নোসোররা। কাদা থেকে তোলা মৃতপ্রায় মাইক্রোবদের ল্যাবরেটরিতে এনে ইনকিউবেজের রাখা হয় এবং কিছু খাবারও দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখলেন, মাইক্রোবগুলি বংশবিস্তার করছে। প্রশ্ন উঠল, দশ কোটি বছর পরে মাইক্রোবাগুলি এই প্রথম বংশবিস্তার করল? পৃথিবীতে প্রাণের টিকে থাকার শর্ত, কিছু পরিমাণ খাদ্য ও শক্তির জোগান এবং বিশেষ পরিবেশ। এই আবিষ্কার কি আমাদের এতকালের ধারণা ভেঙে দিতে চলেছে? যে বৈজ্ঞানিকরা এই দশ কোটি বছরের প্রাচীন মাইক্রোবদের নিয়ে গবেষণাটি করছেন তাঁরা বিষয়টি 'ন্যাচার কমিউনিকেশন' (২৮ জুলাই, ২০২০)-এ তাঁদের বিজ্ঞাপনত্রটি প্রকাশ করেছেন। নবআবিষ্কৃত মাইক্রোবগুলো অক্সিজেন ভালবাসে, তবে এরা হয়তো বেশি পরিমাণ অক্সিজেন দাবি করে না। সমুদ্রের তলার কাদামাটিতে কোনভাবে সামান্য যে পরিমাণ অক্সিজেন পরিব্যাপ্ত হয়ে পৌঁছেছিল, তা দিয়েই এরা টিকে ছিল।

এই আশ্চর্য আবিষ্কার থেকে প্রশ্ন উঠেছে, মাইক্রোবগুলি পরে কোন সময়ে সক্রিয় হবে বলে আপাতত সুপ্ত অবস্থায়, (যাকে ডর্মেন্ট অবস্থা বলা চলে) ছিল না অতি ধীরে ধীরে, অপরিমেয় কাল বা যুগযুগান্ত খরে স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি না করে, সামান্য

বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল নামে এক মাইক্রোবায়েলিস্টের অভিমত, মাইক্রোবগুলি বেঁচে থাকার ব্যাপারে একেবারে নাছোরবান্দা, যেভাবে হোক এরা বেঁচে থাকতে পারে।

এতকাল বিশ্বের যেসব স্থান প্রাণের পক্ষে বাস করা বা টিকে থাকার অযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে, এই আবিষ্কার সেখানেও প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিল না। সৌরমণ্ডলে বা ব্রহ্মাণ্ডের নানা গ্রহের উপরতলেই বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে প্রাণের সন্ধান করলেও, সেইসব গ্রহের উপরের স্তরের নীচে প্রাণের অনুসন্ধঅন চলুক। এই প্রস্তাব দিয়েছেন নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী।

সমুদ্রতলের নীচে মাইক্রোবরা দেড় কোটি বছর অত্যন্ত গরম ও বিষাক্ত পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা ধরে এ প্রমাণ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে খাবারের অত্যাপ্লতাও বেঁচে থাকার বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকে যে সমুদ্রস্রোতের জোরালো আবর্তনেতর স্থানটি পৃথিবীর নানা মুদ্রের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে এমন স্থানে, যেখানে প্রাণের বাঁচার প্রয়োজনীয় খাবার নেই বললেই চলে। এখানেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫ হাজার ৭০০ মিটার তলায় ছিদ্র করে কাদা নমুনা বের করে আনা হয়েছে, যাতে শুধু অক্সিজেনর পরিমাণ সামান্য নয়, ব্যাকটেরিয়াদের খাবার উপযোগী জৈববস্তুও অতি সামান্য। ড্রিল করে তুলে আনা কাদার নমুনা থেকে কিছুটা অতিযত্নে গ্লাসের ভায়েলে রেখে তার সঙ্গে মেশানো হয় অ্যাসিটো ও অ্যামোনিয়ামের সাধারণ যৌগ, যাতে নাইট্রোজেনের আইসোটোপ ও কার্বন আছে। কাদার 'নমুনাকে এসব খাবার দিয়ে ৫৫৭ দিন পর সেই নমুনা থেকে সামান্য অংশ আলাদা করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হল, তাতে জীবিত কোনও মাইক্রোব আছে কিনা। যত সহজে একথাটি বলা হল, কাজটি কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। সাধারণত, মুদ্রতলের প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে এক লক্ষ কোষ থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে এই নমুনায় প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে এক হাজার সংখ্যক কোষের বেশি ছিল না। সংশ্লিষ্ট গবেষকরা এজন্য বিশেষ টেকনিক তৈরি করে নেয়, নমুনায় কোনও দূষিত সমুদ্রজল আছে কিনা সেজন্য রাসায়নিক সন্ধ্যায়ক ব্যবহার করেন। অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ কোষ ও আইসোটোপের উপস্থিতি বুঝতে নমুনা বিশ্লেষণ পদ্ধতিও গবেষকদের আবিষ্কার করে নিতে হয়। এই পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম। এদের সঙ্গে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার দেওয়া পর দশ কোটি পনের লক্ষ বছরের প্রাচীন স্তরের মাইক্রোবদের পাওয়া গেল। ৬৫ দিনে মাইক্রোবগুলোর বিপুল বংশবৃদ্ধি ঘটল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সমুদ্রতলে অক্সিজেনযুক্ত তলানিতে ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। ২০১৯ সালে একজন জিও বায়োলজিস্ট দেড় কোটি বছর বয়সী সমুদ্রতলের তলানিতে জীবিত ব্যাকটেরিয়া খুঁজে পান। জেনেটিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, মাইক্রোবগুলোয় অতত আটটি চেনা ব্যাকটেরিয়ান গ্রুপ আছে, যার অনেকগুলো সমুদ্রে নোনা জলে পাওয়া যায় এবং সেখানে তারা জৈব বস্তুদের ভাঙার ভূমিকা নেয় এসব থেকে গবেষকদের ধারণা হয়েছে যে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় শক্তির চূড়ান্ত অভাব ঘটলেও তার মধ্যেও টিকে থাকার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কারও কারও অনুমান এসব মাইক্রোব যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তাদের উপযোগী প্রচুর খাবারের জোগান ছিল না। সামান্য শক্তির জোগান নিয়েই তাদের থেকে টিকে থাকা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

করোনা পরিস্থিতিতে অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অনলাইনে আঁকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করেছিল। আজ পুরস্কার বিতরণ করে।

তাণ্ডব বিতর্ক : সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি, গ্রেফতার করা যাবে না অপর্ণা পুরোহিতকে

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন অ্যামাজন ইন্ডিয়ার প্রধান অপর্ণা পুরোহিত। 'তাণ্ডব' ওয়েব সিরিজ মামলায় শুক্রবার শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অপর্ণাকে গ্রেফতার করা যাবে না। তবে তদন্তে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।

'তাণ্ডব' ওয়েব সিরিজ মামলায় অপর্ণার বিরুদ্ধে মামলা চলছিল এতদিন। তাঁর জামিনের আবেদন আগেই খারিজ করে দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আজ, শুক্রবার শীর্ষ আদালত তার রায়ে জানিয়েছে, অপর্ণা পুরোহিতকে গ্রেফতার করা যাবে না। তবে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাজন প্রাইম ইন্ডিয়ার কর্ণধারকে। আজ শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অশোক ভূষণ বলেছেন, কেন্দ্র যে বিধিগুলো দেখাচ্ছে সেগুলো নির্দেশিকা মাত্র, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তেমন কোনও বিধান নেই। আদালত তার নিয়ম মেনেই চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও পোক্ত প্রমাণ পেশ করতে হবে।

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'অ্যামাজন প্রাইম-এ 'তাণ্ডব'ওয়েবসিরিজ মুক্তি পাওয়ার পরে আক্ষরিক অর্থেই তাণ্ডব শুরু হয় সারা দেশজুড়েই। সেখানে হিন্দু দেবদেবীদের অপমান করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই ওয়েব সিরিজে বলা হয়েছে যে ইউপি পুলিশ মুসলমানদের একটি ভুয়া এনকাউন্টার করছে। এটি প্রচার করে ইউপি সরকারকে অপমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার জন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মের 'কনটেন্ট চিফ'অপর্ণার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তরফে এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিনেতা মহম্মদ জিশান আয়ুব, পরিচালক আলি আব্বাস জাফর, লেখক গৌরব সোলাঙ্কি, প্রযোজক হিমাংশু মেহরার বিরুদ্ধেও।গত মাসেই প্রায় ঘণ্টা চারেক ধরে জেরা করা হয় তাঁকে। অপর্ণার আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বিচারপতির বক্তব্য, তদন্তে কোনও সহযোগিতাই করছেন না অপর্ণা পুরোহিত। তাঁদের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন অপর্ণা পুরোহিত। সেই মামলায় আজ স্বস্তি পেলেন অপর্ণা পুরোহিত। তবে তদন্তে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, গতকালই এই মামলায় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আপত্তিজনক বিষয়বস্তু প্রদর্শনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নজরদারি দরকার। এই প্ল্যাটফর্মের ফিল্মগুলিতেও পর্নগ্রোফি প্রদর্শিত হয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত।

এবার ভোটে জিতে আরও অনেক কাজ করতে হবে, প্রার্থী হয়ে বললেন গৌতম দেব

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ (হি.স.) : তারুণ্য ও নতুন মুখের ভিড় স্বত্বেও আসন্ন বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ি লাগোয়া ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিদায়ী বিধায়ক গৌতম দেবেই আস্থা রাখল তৃণমূল। শুক্রবার ঘোষণা হওয়া প্রার্থী তালিকায় নিজের নাম ঘোষণার পর গৌতম দেব বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, এবার ভোটে জিতে আরও অনেক কাজ করতে হবে"। সেই সঙ্গে নিজের জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী মন্ত্রী গৌতম দেব। ২০১১ ও ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটে এই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন গৌতম দেব ।কিন্তু ২০১৯-র লোকসভা ভোটে আবার মন্ত্রীর বিধানসভা এলাকায় বিপুল ভোটে লিড পায় বিজেপি । এরপর প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগে ১০ বছরের বিধায়কের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ে উত্তরকন্যা, ভালোভাসা মোড় সহ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার একাধিক এলাকায়। পোস্টারে লেখা ছিল, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আমরা ভূমিপুত্র চাই।' সৌজন্যে 'আমরা দিদির তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক'। "ভূমিপুত্র চাই" বলতে কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? পোস্টারে নাম ছিল না ঠিকই। তবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে গৌতম দেবকে যে প্রার্থী হিসেবে চাইছে না দলেরই একাংশ, কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য প্রার্থী বদল হল না, বিদায়ী বিধায়কের উপরই আস্থা রাখলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার কালীঘাটে সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন মমতা। নিজের কেন্দ্রেই ফের প্রার্থী হওয়ার পর গৌতম দেব বলেন, "দু"মাস ধরে নিবিড় প্রচারে আছি। সারা বছর মানুষের সঙ্গে থাকি। মানুষের কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, এবার জিতে আরও কাজ করতে হবে"।

গুরুংয়ের প্রতি মমতার আস্থা কি তামাংকে বিজেপিমুখী করে দেবে, প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : গুরুংয়ের প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই মোর্চা কার্যত দুইভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে গুরুংপন্থী নেতারা ও অন্যদিকে রয়েছেন তামাংয়ের অনুগতরা। প্রার্থীতালিকায় তামাং নয়, মমতার আস্থা জিতে নিলেন গুরুং। আর তাই পাহাড়ের তিন আসনে কোনও প্রার্থী দিচ্ছেন না তৃণমূল। সেখানে থাকবে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রার্থীরা। সেই প্রার্থী ঠিক করবেন গুরুং নিজে। একই সঙ্গে সমতলের ১৪টি আসনে মোর্চা সমর্থন করবে তৃণমূলকে। এমন সমঝোতাই এবার সামনে চলে এল।

এদিন দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই কথা জানালেন সাংবাদিকদের। তবে প্রশ্ন থেকে গেল মমতার এহেন সিদ্ধান্ত কী মুখ বুজে মেনে নেবেন বিনয় তামাং! অনেকেই কিন্তু মনে করছেন, ব্যাপারটা তত সহজ হবে না।

পাহাড়ের আমজনতা যে গুরুংয়ের দিকেই রয়েছেন সেটা পরিষ্কার হইয়ে গিয়েছিল দার্জিলিংয়ের চকবাজারে গুরুংয়ের প্রত্যাবর্তন সভাতেই। তাঁর ফিরে আসা আর মোর্চার শীর্ষনেতা হয়ে বসা মেনে নিতে পারেননি বিনয় তামাং। তার জেরে দুই শিবিরের মধ্যে বড়সড় সংঘর্ষের সম্ভাবনা তো ছিলই সেই সঙ্গে পাহাড়ে ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। রাজ্য সরকার ও তৃণমূল উভয়েই অবশ্য মোর্চার দুই গোষ্ঠীর সঙ্গেই নিরন্তর যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন। তার জেরেই পাহাড়ে নতুন করে আর অশান্তি ছড়ায়নি। তবে পাহাড়ের ৩ আসনে কোন গোষ্ঠী প্রার্থী দেবে তা নিয়ে বিবাদ তুঙ্গে উঠেছিল যা তৃণমূল নেতৃত্বও মেটাতে পারেননি। এখন যখন গুরুংয়ের প্রতিই মমতা তাঁর আস্থা দেখিয়ে দিলেন তখন তামাং কী করবেন সেটা নিয়েই প্রশ্ন থেকে গেল।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রত্যাশীদের সম্ভাব্য ক্ষোভ নিয়ে সতর্ক বিজেপি

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবার প্রত্যাশামত প্রকাশিত হল না বিজেপি-র প্রার্থী তালিকা। বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরের সম্ভাব্য ক্ষোভ নিয়ে সতর্ক নজর রাখছে তারা।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার একাধিক বৈঠকে খতিয়ে দেখা হয় বিজেপি-র সম্ভাব্য প্রার্থীতালিকা। বেশি রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে তা নিয়ে আলোচনা করে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি। কিন্তু বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তাঁরা আটকে যান। যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেড সভায় প্রভাব না ফেলে, তা মাথায় রেখে বঙ্গের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, আগামী রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভার পরেই রাজ্যের প্রথম দু'দফার ৬০ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। এ প্রসঙ্গে বিজেপির এক শীর্ষ নেতা শুক্রবার সন্ধ্যায় জানিয়েছেন, 'মোদির সভার আগে প্রার্থী তালিকা নিয়ে দলের অন্দরের ক্ষোভ বাইরে বেরিয়ে আসুক, তা চাইছি না। তাই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছি না।'হিন্দুস্থান সমাচার

প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই জঙ্গলমহল জুড়ে দেওয়াল লিখন শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের

ঝাড়গ্রাম, ৫ মার্চ (হি. স.) : প্রার্থী তালিকা ঘোষিত হওয়ার পরেই জঙ্গলমহল জুড়ে জোর কদমে প্রচার ও দেওয়াল লিখন শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গলমহল ঝাড়গ্রাম জেলার চার বিধাবনসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর পরেই বিভিন্ন জায়গার নেতাকর্মী ও সমর্থকরা রাস্তায় নেমে পড়েন প্রচার কাজের পাশাপাশি চলে দেওয়াল লিখন পর্ব।

জেলার চারটি বিধানসভা আসনের মধ্যে দুটিতে এল এক বারে সম্পুর্ন নতুন দুই যুবক,যুবতী।একজন এলেন সিনেমা জগৎ থেকে তো অপর জন ঝক ঝকে যুবক চিকিৎসা পেশা থেকে।ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য এবার তৃণমুলের নতুন মুখ হলেন সাঁওতালি সিনেমা জগতের মহা নায়িকা বলে পরিচিত,অসংখ্য পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী বীরবাহা হাঁসদা।তিনি কিছুদিন আগেই তার বাবা প্রয়াত নরেন হাঁসদার প্রতিষ্ঠিত দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন।এই কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন ডেপুটি স্পিকার প্রয়াত সুকুমার হাঁসদা।আর অভিনেত্রী তৃণমূলে যোগদান করার পরেই ঝাড়গ্রাম বিধানসভার জন্য টিকিট পেলেন।তিনি টিকিট পেয়েই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।মানুষের পাশে থেকে কাজ করবেন বলেই জানিয়েছেন।অন্যদিকে আরেক নতুন মুখের প্রার্থী হয়েছেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার জন্য বছর আটত্রিশের চিকৎসক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো।তিনি গত প্রায় দশ বছর ধরে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত সরকারি সাস্থ্য কেন্দ্রে।আর্জিকর মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি পাশ করেছেন।প্রায় সাড়ে আট বছর ধরে ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রথমে বিনপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ছিলেন এবং বর্তমানে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকে স্বাস্থ্য আধিকারিক ছিলেন।চিকৎসক হিসেবে তার যথেষ্টা সুনাম রয়েছে।এছাড়া যে কোন প্রয়োজনে তাকে মানুষের পাশ থাকতে দেখা যায়।গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দুবারের বিধায়ক,প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামনি মাহাতো এবার আর টিকিট পান নি। তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসন বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ হেমরম এবার শারীরিক অসুস্থাতার কারনে টিকিট পান নি বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।সেই জায়গায় টিকিট পয়েছেন রাজ্য যুব তৃণমুলের সহ সভাপতি বছর সাঁইত্রিশের দেবনাথ হাঁসাদা।এর আগে তিনি ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন।

দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত দেবনাথ হাঁসদা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন এবং তিনি ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মধ্যক্ষ।জামবনি ব্লকের বাসিন্দা দেবনাথ বাবু টিকিট পাওয়ায় খুশি দলের কর্মীরা।অন্যদিকে আরেকটি তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত নয়াগ্রাম বিধানসভায় দুবারের বিধায়ক,ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু এবারও দলের হয়ে টিকিট পয়েছেন।জিতলে তৃতীয় বারের জন্য বিধায়ক হবেন বছর বিয়াল্লিশের দুলাল বাবু।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল নিউজিল্যান্ড, সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার

ওয়েলিংটন, ৫ মার্চ (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউজিল্যান্ড। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার প্রথমে ৭.৩, ৭.৪ এবং পরে ৮.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নিউজিল্যান্ডের প্রত্যন্ত কেরমাদেক দ্বীপপুঞ্জের কাছে। বেশ কয়েকবার আফটার শকও অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের পরই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়, আতঙ্কে মানুষজন পাহাড়ের উঁচু স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে সুনামি সতর্কতা বাতিল করা হয়। নিউজিল্যান্ডের স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার সকাল ৯টার আগে ৮.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভত হয় নিউজিল্যান্ডের প্রত্যন্ত কেরমাদেক দ্বীপপুঞ্জের কাছে। তার আগে ৭.৩ ও ৭.৪ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের পরই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র সুনামির সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়। আতঙ্কে মানুষজন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। জদিও, পরে সুনামির সতর্কতা প্রত্যাহার করা হয়। এদিনের ভূমিকম্পে কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় ধাক্কা নদিয়ায় মহুয়া ও তাঁর অনুগামীদের

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবার দুপুরেই দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই তালিকা সামনে আসতেই কার্যত ঝড় বইছে নদিয়া জেলা তৃণমূলের অন্দরে। কারন দেখা যাচ্ছে, ধাক্কা খেয়েছেন দলের জেলা সভাপতি তথা কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

নদিয়া জেলার ১৭টি বিধানসভা কেন্দ্র। বেশ কিছুদিন ধরে মহুয়া প্রকাশ্যেই দলের বিধায়ক ও প্রবীণ নেতাদের আক্রমণ করা শুরু করেছিলেন বলে অভিযোগ। অনেকের মনে হয়েছিল, এবারে ওই জেলার সিংহভাগ ক্ষেত্রেই প্রার্থী বদলে দিতে পারেন তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্ব।

কিন্তু নিজের পুরাতন সৈনিকদের ওপরেই এবারে ভরসা রেখেছেন মমতা। আর তাই সেই তালিকায় নাম থেকে গিয়েছে অজয় দে, কল্লোল খাঁ, রুকবানুর রহমান, উজ্জ্বল বিশ্বাস, শঙ্কর সিং, পুন্ডরিকাক্ষ সাহা, রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও নীলিমা নাগেদের নাম। কার্যত এসবই বড় ধাক্কা মহুয়ার কাছে।

কয়েকমাস আগেই মহুয়া সংবাদমাধ্যমকে জড়িয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। সেই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মহুয়াকে তুলোধনা করা হয়। তীব্র বিতর্কের মুখে পড়ে খোদ তৃণমূলনেত্রীকে জানাতে হয়েছিল, মহুয়ার ওই মন্তব্য ভুল। যদিও নিজের অভিমত থেকে আজও সরে যাননি এই সাংসদ। এমনকি তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তিনি ক্ষমাও চাননি।

একই সঙ্গে কিছুদিন আগেই তিনি শান্তিপুর পুরসভার পুরপ্রধান তথা প্রাক্তন বিধায়ক অজয় দে''কে উদ্দেশ্য করে কটু মন্তব্যও করেন। তা নিয়েও জলঘোলা হয়েছিল। মহুয়া জানিয়েছিলেন বুড়ো বয়সেও রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই অজয়বাবুর। তিনি সরে দাঁড়ালে নতুন কাউকে তুলে নিয়ে আসতে পারবেন তিনি। না সরলে ধাক্কা মারতে বাধ্য হবেন। অথচ শান্তিপুরে তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে মমতা বেছে নিয়েছেন সেই অজয় দে''কেই।

একইরকম ভাবে তৃণমূল সূত্রেই জানা গিয়েছিল মহুয়া চাননি কল্লোল খাঁ, নীলিমা নাগ, উজ্জ্বল বিশ্বাস, রুকবানুর রহমানরা টিকিট পান। সেই দাবিও মানেননি মমতা। নাকাশিপাড়ায় কল্লোল, চাপড়ায় রুকবানুর, কৃষ্ণনগর দক্ষিনে উজ্জ্বল বিশ্বাস, নবদ্বীপে পুন্ডরিকাক্ষ সাহা, রানাঘাট উত্তর পশ্চিমে শঙ্কর সিং, হরিনঘাটায় নীলিমা নাগেরা টিকিট পেয়েছেন দলের।

তবে নতুন মুখ যে একদমই নেই এমনও নয়। রানাঘাট দক্ষিনে প্রার্থী হয়েছেন বর্ণালী দে, কৃষ্ণনগর উত্তরে প্রার্থী হয়েছেন কৌশানী মুখার্জী, পলাশিপাড়া কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন মৈনাক ভট্টাচার্য, কৃষ্ণগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন তাপস মণ্ডল, চাকদহে শুভঙ্কর সিংহরা।

অনেকেই মনে করছেন তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব কিছু না বলেই অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন মহুয়াকে। তাঁর ইচ্ছা আর কথাতেই যে নদিয়ায় দল চলবে না সেটাও পরিষ্কার করে দিলেন তিনি। এখন দেখার বিষয় দলের এই প্রার্থীদের জেতাতে ভোটের মাঠে মহুয়া কতটা কোমর বেঁধে নামেন। দলের জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নিজে থেকেই সরে দাঁড়ানোর দুঃসাহস তিনি কি নিতে পারবেন? দলের জেলা শিবিরে কিন্তু ইতিমধ্যেই এই সম্ভাবনার কথা ছড়াতে শুরু করে দিয়েছে। কেননা অনেকেই মনে করছেন দলের এই সিদ্ধান্ত মুখ বুজে হয়তো হজম করে উঠতে পারবেন না কৃষ্ণনগরের সাংসদ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মমতা নন্দীগ্রাম ভুলে যান, বাংলার কোথাও আপনার আসন নিরাপদ নয় : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : কথা দিলে, কথা রাখেন তিনি। এমনটা বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার জানিয়েছেন যে, তিনি ভবানীপুর নয়, নন্দীগ্রাম থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করবেন।

মমতার এই সিদ্ধান্তকে এবার তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। জোড়া ট্যুইটে মমতাকে বিঁধলেন বঙ্গ বিজেপি-র জনপ্রিয়তম মুখ। দিলীপবাবু জানিয়ে দিলেন যে, মমতার জন্য বাংলার কোনও আসনই নিরাপদ নয়। এবার তাঁর হার অনিবার্য।

দিলীপবাবু ট্যুইটারে লেখেন, 'হার নিশ্চিত জেনেই মমতা ভবানীপুর থেকে নন্দীগ্রামে ঐতিহাসিক ''লং-জাম্প' দিলেন! মমতা দৌড়াতে পারলেও লুকাতে পারবেন না। নন্দীগ্রাম ভুলে যান। বাংলার কোনও আসন আপনার জন্য নিরাপদ নয়। ''মা, মাটি, মানুষ'' করে গত ১০ বছর বাংলা লুট করে নির্যাতন চালিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও আপনার আসন নিরাপদ নয়।' দীর্ঘদিন পর নন্দীগ্রামের মাটিতে পা রেখেই মমতা ঘোষণা করেছিলেন, তিনি যদি নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়ান তাহলে কেমন হবে? মমতার সেই ঘোষণার পর হইচই পড়ে গিয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে।

তৃণমূল নেত্রী যদিও বলেছিলেন, ভবানীপুর তাঁর বড় বোন ও নন্দীগ্রাম মেজো বোন। সম্ভব হলে দু''টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই পারলে দাঁড়াবেন তিনি। মমতা ''মেজো বোন''কে দেওয়া কথা রাখলেন, আর ''বড় বোন'' ভবানীপুর তুলে দিলেন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

উলুবেড়িয়ায় যাত্রীবোঝাই বাস দুর্ঘটনা, জখম কমপক্ষে ৩০

উলুবেড়িয়া, ৫ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবার ভোরে উলুবেড়িয়ায় দুর্ঘটনায় পড়ে যাত্রীবোঝাই একটি বাস। জখম হন কমপক্ষে ৩০ জন। তাঁদের ৯ জনকে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সূত্রের খবর, বারাসতের দেগঙ্গা এলাকার প্রায় ৮০ জন ওই বাসে করে দিঘা গিয়েছিলেন। শুক্রবার রাতে বারাসতে ফিরছিলেন তাঁরা। রাস্তা ফাঁকা থাকার কারণে দ্রুত গতিতে ছুটছিল বাস। রাজাপুর থানার খলিসানি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপরই উলটে যায় বাসটি। ভোর হওয়ায় ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা বিষয়টি টের পান। তড়িঘড়ি উদ্ধার কাজে হাত লাগান তাঁরা। খবর দেওয়া হয় রাজাপুর থানায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের তৎপরতায় বাসে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ জনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বাকি আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এনআইএ-র আবেদন খারিজ

হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে ছত্রধর মাহাতো

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : কলকাতা হাইকোর্টে এনআইএর একটি আবেদন খারিজ করল আদালত। এই রায়ে স্বস্তি পেলেন ছত্রধর মাহাতো। ছত্রধরকে হেফাজতে চেয়ে এনআইএ যে আবেদন করেছিল, সেটাই খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ২৪ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের বাইরে যেতে পারবেন না ছত্রধর। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২৪ মার্চ।

২০০৭ সালে লালগড়ে সিপিএম নেতা প্রবীর মাহাতো খুন হন। এ ব্যাপারে গ্রেফতার হয় ছত্রধর। ২০০৯ সালের ২৭ অক্টোবর বাঁশতলা স্টেশনে ছত্রধর মাহাতোর মুক্তির দাবিতে রাজধানী এক্সপ্রেস আটকে দিয়েছিল জনগণের কমিটি ৫০০ জন সদস্য। ট্রেনের দুই চালককে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে কমিটির বিরুদ্ধে। যদিও কমিটির তরফে দাবি করা হয়েছিল, তাঁদের অপহরণ করা হয়নি। তাঁরা সুরক্ষিত ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছিল। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ট্রেন আটকে রাখার পর ঘটনাস্থলে সিআরপিএফ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কমান্ডাররা পৌঁছালে সেখান থেকে পালিয়ে যায় জনগণের কমিটির সদস্যরা।

ঝাড়গ্রামে ভুবনেশ্বর-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসে আটকানোর মামলাটি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযোগ দায়ের হয় ছত্রধরের বিরুদ্ধে। এর পর ছাত্রধরকে কয়েক দফায় জেরাও করেন তদন্তকারীরা। এরপর তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চেয়ে বিশেষ আদালতের দ্বারস্থ হয় এনআইএ। গত ২২ অক্টোবর এনআইএ-এর বিশেষ আদালত নির্দেশ দেয়, যেহেতু ঝাড়গ্রাম নিম্ন আদালত এই মামলায় ছত্রধর-সহ অন্য অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করেছিল, তাই ছত্রধর মাহাতো এবং বাকি পাঁচ অভিযুক্তের জামিন খারিজের জন্য এনআইএ-কে সেখানেই আবেদন করতে হবে। এরপরই ছত্রধরকে হেফাজতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় তদন্তকারী সংস্থা।

বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানিতে ছত্রধরের আইনজীবী দেবাশিস রায় আদালতে মামলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ২০০৭ সালে সিপিআইএম নেতা প্রবীর মাহাতো খুন হন। তাঁদের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালে ৩০২ ধারায় খুন এবং দেশদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। যার সর্বোচ্চ সাজা আমৃত্যু কারাবাস। ১৩ বছর বাদে ছত্রধর মাহাতো-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারা যোগ করার যৌক্তিকতা কোথায়? অন্যদিকে এনআইএ-এর আইনজীবী দাবি করেন, এনআইএ আইন অনুযায়ী তাদের দায়ের করা মামলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চলতে পারে না। হয় তা চলবে এনআইএ বিশেষ আদালতে বা হাই কোর্টে। হাই কোর্ট অবিলম্বে ছত্রধর মাহাতোর জামিন খারিজ করুক। দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে নিম্ন আদালতে সমস্ত নথি চেয়ে পাঠায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পরে এনআইএর আবেদন খারিজ করল আদালত।হিন্দুস্থান সমাচার/

নেপাল পুলিশের গুলিতে মৃত্যু ভারতীয় নাগরিকের, উত্তেজনা পিলিভিটে

পিলভিট (উত্তর প্রদেশ), ৫ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের পিলভিট জেলায়, ভারত-নেপাল সীমান্তে নেপাল পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালেন একজন ভারতীয় যুবক। নিখোঁজ আরও একজন যুবক, একজন পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতের ঘটনা। পিলভিটের পুলিশ সুপার জয়প্রকাশ জানিয়েছেন, নেপাল সীমান্ত লাগোয় উত্তরপ্রদেশের পিলভিটের হাজারা থানা এলাকার রাঘবপুরী টিলা নম্বর ৪ গ্রাম থেকে ৩ বন্ধু গোবিন্দ সিং, গুরমিত সিং এবং পাপ্পু সিং নেপালের বেলোরি বাজারে কিছু কাজের জন্য গিয়েছিলেন। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় কোনও বিষয় নিয়ে ওই ৩ জনের বচসা হয় নেপাল পুলিশের সঙ্গে। তখনই নেপাল পুলিশ গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হন গোবিন্দ সিং (২৬)। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। নিখোঁজ আরও একজন।

এই ঘটনাকে ঘিরে ভারত-নেপাল সীমান্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী এবং সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) জওয়ানরা। জয়প্রকাশ আরও জানিয়েছেন, গোবিন্দর দুই সঙ্গীর মধ্যে একজন এখনও নিখোঁজ। অন্য জন কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সীমান্ত লাগোয়া গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা সীমান্তে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ জানিয়েছে, যে যুবক ফিরে এসেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা চলছে সেখানে ঠিক কী হয়েছিল।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ব্যাপক লাভ, দারুণ অফারে বিকোচ্ছে ট্রিমার

আজকের দিনে অ্যামাজন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে ই কমার্স পরিষেবার উপরে আরও বেশি করে নির্ভরতা বেড়েছে সাধারণ মানুষের। আর গ্রাহকদের বিশ্বাস যাতে আরও বেশি থাকে সেই কারণে বরাবর অ্যামাজনের তরফে নেওয়া হয়ে থাকে একাধিক পদক্ষেপ। আজকের দিনে লুক মানুষের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ছেলে হোক বা মেয়ে এই বিষয়টি সমান ভাবে সকলের জন্যই দরকারী। তবে মেয়েদের লুকের জন্য একাধিক সুযোগ থাকলেও অপেক্ষাকৃত ভাবে পুরুষদের কাছে নিজেদের লুক নিয়ে পরীক্ষা করার অথবা ঠিক রাখার সুযোগ কম থাকে। ছেলেদের কাছে লুকের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দাড়ি। আর অনেক সময় বেশিরভাগ পুরুষ কিভাবে নিজেদের দাড়ি যত্ন করবেন তা বুঝতে পারেন না। আর সেই কারণে সেই প্রভাব এসে পড়ে তার লুকের উপরেও। আর সেই কারণে এবারে অ্যামাজনের তরফে নেওয়া হল এক নতুন পদক্ষেপ। এবারে পুরুষদের জন্য তাদের তরফে নেওয়া হয়েছে এক নতুন পদক্ষেপ। জানানো হয়েছে ক্রেতারা অ্যামাজন থেকে পেতে পারবেন আকর্ষণীয় কম দামে। ক্রেতাদের জন্য এই এর উপরে রাখা হয়েছে ১২ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের সুবিধা। অর্থাৎ গ্রাহকদের এই কিনতে হলে খরচ করতে হবে মাত্র ১২৪৯ টাকা। ফলে তারা বাঁচাতে পারবেন ১৭৫ টাকা। জানানো হয়েছে অ্যামাজন পে ব্যবহার করে এই কিনলে ক্রেতারা পাবেন অতিরিক্ত ৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের সুবিধা। একবার চার্জ দিলে এই নাগাড়ে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন ক্রেতারা। পাশপাশি গালের চামড়া যাতে কেটে না যায় সেই কারণে বিশেষ ভাবে ব্লেডগুলি তৈরি করা হয়েছে। ফলে যারা এই মুহূর্তে কেনার কথা ভাবছেন তাদের কাছে এইসেরা অপশন হতেই পারে। অল্প দামের মধ্যে এই কিনলে ক্রেতারা পাবেন অতিরিক্ত সুবিধাও।

ব্যতিক্রমী আবিষ্কার! ২ হাজার বছর পুরনো রথ অক্ষত অবস্থায় পেলেন বিজ্ঞানীরা

মিলান: এক আশ্চর্য আবিষ্কার করল ইটালির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। শনিবার পম্পেইয়ে একটি অক্ষত রথ আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা। রথটি ২ হাজার বছর পুরনো। অবৈধ খননকার্য চালানোর সময় নাপেলসের কাছে এই রথ আবিষ্কৃত হয়। রথটি কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরি। ব্রোঞ্জ দিয়ে সাজানো। প্রাচীন শহর পেরিয়ে পম্পেইয়ের ভেঙে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস যারা চুরি করে তাদের নজর বাঁচিয়ে এই রথ নিজেকে সুরক্ষির রাখতে সক্ষম হয়েছে। রথের চাকাগুলি কাঠের। কিন্তু আশ্চর্যের বাপার এতদিন পরও সেগুলি অক্ষত রয়েছে। তার কোনও ক্ষতি হয়নি। ভিসুভিয়াসের কাছে যে প্রাচীন নগর ছিল সেখান

উত্তরে একটি বসতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে আগে তিনটি ঘোড়ার ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছিল। রথটি ওই এলাকাতেই আবিষ্কার হয়েছে। পম্পেইয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই আবিষ্কারকে "ব্যতিক্রমী আবিষ্কার" আখ্যা দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, এটি একটি ইউনিক অনুসন্ধান। এখনও পর্যন্ত ইটালিতে এমন আবিষ্কার হয়নি। এটি দেশের সংরক্ষণের জন্য দুর্দান্ত জিনিস। কিন্তু এতদিন চোরেদের নজর এড়িয়ে এই রথ রয়ে গেল কী করে? এরও ব্যাখা দিয়েছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।৭৯ এডি-তে ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাত গোটা পম্পেইকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। মনে করা হচ্ছে এই রথটি তখনই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এর ছাদ ভেঙে যাওয়ায় গোটা পরিকাঠামো থেকে রথটি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন রোম শহরের বাইরে ভূমধ্যসাগরের কাছে এই প্রাচীন নগর অবস্থিত ছিল। পম্পেইয়ের এই এলাকা থেকেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা গত বছর একটি কঙ্কাল অবিষ্কার করেছিলেন। জানা গিয়েছিল সেটি ছিল এক স্বাস্থ্কর মানুষের কঙ্কাল। অনুমান সে ছিল এক ক্রীতদাস। কোনও এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। একই এলাকা থেকে দুটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়ার পর অনেকেই মনে করছেন সেখান থেকে প্রাচীন যুগের আরও অনেক কিছুই আবিষ্কার হতে পারে। এই রথের প্রথম লোকার খণ্ডটি আবিষ্কার হয়েছিল ৭ জানুয়ারি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা এই রথটি অনুষ্ঠান বা প্যারেডে ব্যবহার হত। কনেকে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যও এই রথের ব্যবহার হত বলে অনুমান। এর আগে পম্পেইয়ে অনেক রথ আবিষ্কার হয়েছে। সেগুলি সে যুগের মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগত। কিন্তু এই রথটি সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বান্ধবীকে গিফট দেবেন, কম দামে পছন্দ করুন ভালো ব্যাগ

ব্যাগ যে কোন মানুষের কাছেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি জিনিস। ছেলে হোক বা মেয়ে সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে একটি হল ব্যাগ। কিন্তু অনেক সময়েই এই ব্যাগ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় না হয়ে উপহারের ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা উপহার হয়ে ওঠে। বিশেষ করে নিজের প্রিয় বান্ধবীকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যাগ যথেষ্ট ভালো উপহারের মধ্যে একটি। অ্যামাজন থেকে অত্যন্ত কম দামে কিনতে পারেন এই ব্যাগ।

ব্যাগ নিয়ে অনেক সময়েই মেয়েদের মধ্যে আকর্ষণ কাজ করে। পাশপাশি অনেক সময়েই পুরুষদের নিজেদের সঙ্গিনীকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে পড়তে হয় যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে। আর সেই কারণেই এবারে অ্যামাজনের তরফে নিয়ে আসা হল এই চমক। আকর্ষণীয় লুকের ব্যাগ পছন্দ করবেন অধিকাংশ মহিলারাই। অত্যন্ত সাধারণ ডিজাইনের মধ্যেও ব্যাগটির রংও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। পাশপাশি অতিরিক্ত ডিজাইন না হওয়ার ফলে যারা ছিমছাম জিনিস পছন্দ করেন তাদের কাছে এই ব্যাগটি যথেষ্ট পছন্দের হবে। এই ব্যাগটি ক্রেতারা পেতে পারবেন ৭০ শতাংশ ছাড়ে। ফলে ক্রেতাদের দিতে হবে মাত্র ৮০৭ টাকা। পাশপাশি ক্রেতারা বাঁচাতে পারবেন ১৮৮৩ টাকা। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে অতিরিক্ত বেশ কিছু সুবিধা। জানানো হয়েছে অ্যামাজন পে অথবা ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার করলে পাভেন ৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়াও জানানো হয়েছে অ্যামাজন পে ব্যবহার করলে কমপক্ষে ১০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশ ব্যাকের সুবিধা পাবেন ক্রেতারা। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ব্র্যান্ডের অন্যান্য ব্যাগ একাধিক মানুষজন ব্যবহার করে থাকেন। তবে তার মধ্যেও এই কোম্পানির তরফে ক্রেতাদের জন্য বারংবার নিয়ে আসা হয়ে থাকে একাধিক সুবিধা। বিশেষ করে যারা উপহার দেওয়ার কথা ভাবছেন তাদের কাছে এই ব্যাগ সেরা উপায় হতে পারে। পরিস্কার উজ্জ্বল রঙের সঙ্গে সহজ একটি ডিজাইন হওয়ার ফলে অনেকের কাছেই এটি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

এবার 'সাইকো'র ভূমিকায় অনির্বাণ, ছবির নাম জানেন?

কলকাতা: অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কথা উঠলেই তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় মানুষের মনে ভেসে ওঠে। যে চরিত্রই তাঁকে দেওয়া হোক না কেন, প্রতিটি চরিত্রেই তিনি সাবলীল। তাঁর এই সাবলীল অভিনয়ই দর্শক মনে জায়গা করে দেয় অনির্বাণকে। তাই 'দ্বিতীয় পুরুষ'-এর খোকাই হোক বা 'ড্রাকুলা স্যার'-এর রক্তিম, অনির্বাণ সবেতেই ফুল মার্কস।

একের পর এক চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে অভিনয়ের পর এবার তিনি অভিনয় করতে চলেছেন এক সাইকোর চরিত্রে। ছবির নামও 'সাইকো'। পরিচালক বিরসা দাশগুপ্ত। ছবিটি প্রযোজনা করবে ছক্কা। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে ছবিটি একটি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। ছবির পোস্টারও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে এসেছে। তবে পোস্টারে অনির্বাণকে দেখা যায়নি। তবে পোস্টারতে রয়েছে চমক। বাইবেলের একটি লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে পোস্টারে- এর পাশে রয়েছে রক্তের উপর একটি মানুষের দেহ হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। রক্ত দিয়েই বানানো হয়েছে ক্রুস। ছবির গল্প সম্পর্কে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে শোনা যাচ্ছে ছবির পটভূমিকা হতে চলেছে কলকাতা শহর। এই শহরের একটি খুনের রহস্য উদঘাটন নিয়েই এগিয়েছে গল্প। ছবির শেষে খুনি ধরা পড়বে ঠিকই। কিন্তু তদন্তকারী অফিসারের তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েই বাঁধা হয়েছে চিত্রপট। তদন্ত করতে গিয়ে অফিসারকে এক মনোবিদের সাহায্য নিতে হয়। বোঝাই যাচ্ছে খুন ও সাইকোর মধ্যে এক গভীর ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে গল্পে। তবে ছবির ভিলেন সাইকো কিলার নাকি সাইকো অন্য কেউ, তা এখনও ভাঙেননি কেউই। শোনা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হবে ছবির শুটিং। অনির্বাণ ভট্টাচার্য ছাড়াও ছবিতে থাকবেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় ও পায়েল দে। এছাড়া থিয়েটার জগতের একাধির অভিনেতাকে দেখা যাবে ছবিতে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ছবিতে কোনও গান থাকছে না। শুধু থাকছে আবহসংগীত। সেটি পরিচালনার দায়িত্বে কে থাকবেন, তা এখনও জানা যায়নি।

দেশের বাজারে এসে গেল নয়া হেড ফোন

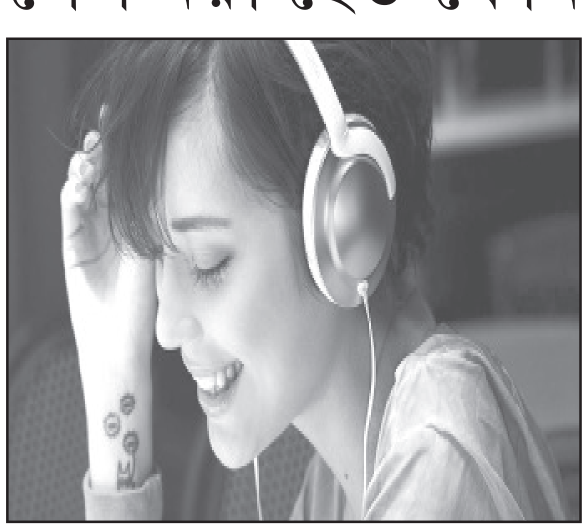

আজকের দিনে গ্যাজেট সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যে কোন কাজ হোক না কেন মানুষের কাছে আজকের দিনে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক গ্যাজেটের ব্যবহার ক্রমেই বেড়েছে। তবে এবারে জানা গিয়েছে ভারতীয় ক্রেতাদের কথা ভেবে ক্রেতাদের জন্য লঞ্চ করা হয়েছে নতুন ঠ্ত্বন এর হেড ফোন। আর এই নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে শুরু হয়েছে আকর্ষণ।

আজকের দিনে ক্রেতাদের কাছে ক্রমেই আকর্ষণের জায়গা করে নিয়েছে ওয়্যারলেস হেডফোন। আর সেই কারণেই ক্রেতাদের জন্য বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে একাধিক কোম্পানির হেড ফোন। তবে এই মুহূর্তে বেশিরভাগ ক্রেতাদের তরফে অল্প দামের মধ্যে উন্নত পরিষেবা যুক্ত গ্যাজেট আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই কারণেই এবারে মনে করা হচ্ছে সুবিধা হবে সাধারণের। আর ক্রেতাদের চাহিদার কথা ভেবেই এবারে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন ঠ্ত্বন এর ওয়্যারলেস হেড ফোন। জানানো হয়েছে পকেট সাধ্য দামেই বাজারে নিয়ে আসা হবে এই ডিভাইস। এছাড়া ক্রেতাদের আকর্ষণের জন্য এই ডিভাইসে থাকবে আকর্ষণীয় লুকের সুবিধা। জানানো হয়েছে ক্রেতাদের জন্য ঠ্ত্বন এর তরফে লঞ্চ করা হয়েছেত্রন খন্ডস্বদ্র ড্রাইভারের সুবিধা। এই ডিভাইসের দাম রাখা হয়েছে ২২৯৯ টাকা। এতে রয়েছে ব্লু টুথের সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য বেশ কিছু সুবিধা। ক্রেতাদের জন্য এই হেড ফোনে রয়েছে বেশ কিছু মোড। তা ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারবেন সাধারণ মানুষজন। ভারতীয় বাজারে রমেই এই হেড ফোনের চাহিদা বৃদ্ধির জেরে বেশ কিছু কোম্পানির তরফে নিয়ে আসা হয়েছিল একাধিক মডেলের হেড ফোন। আর তা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল ক্রেতাদের কাছে। তবে এই হেড ফোন বাজারে নিয়ে আসার ফলে বাকিদের সঙ্গে শুরু হবে প্রতিযোগিতা। আর তার জেরে বাকিরাও বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিতে শুরু করবে। তবে এবারে জানা গিয়েছে ক্রেতাদের পকেটের কথা ভেবেই নিয়ে আসা হয়েছে এই নতুন ডিভাইস। মনে করা হচ্ছে ক্রেতাদের কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এই ডিভাইস।

মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ বিজ্ঞানীর নামে নাসার সদর দফতরের নামকরণ

ওয়াশিংটন: ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার ও তার জেরে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। সেই ক্ষতেই এবার প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা জো বাইডেন প্রশাসনের। এবার ওয়াশিংয়নে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার সদর দফতরের নাম বদল হচ্ছে। নাসার সদর দফতরের নয়া নাম হচ্ছে প্রথম আফ্রো-আমেরিকান মহিলা গবেষকের নামে।

ওয়াশিংয়টনে নাসার সদর দফতরের নয়া নাম মেরি জ্যাকসন। মেরি জ্যাকসন নামে আফ্রো-আমেরিকান মহিলা আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা গবেষক। দারুণ প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করেই মহাকাশ গবেষমা নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন মেরি। ছয়ের দশকে তাঁর কীর্তি গোটা বিশ্বে নজির গড়েছিল। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসাকে উচ্চ ঈআসনে নিয়ে গিয়েছিলেন এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা। এবার তাঁকেই সম্মান জানাতে চাইছে মার্কিন প্রশাসন। নাসার সদর দফতরের নামই বদল করে ফেলা হল। কৃষ্ণাঙ্গ এই মহিলাকে সম্মান জানিয়ে তাঁর নামেই ওয়াশিংটনে নাসার সদর দফতরের নামকরণ হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে মেরি জ্যাকসন ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটনে নাসার রিসার্চ সেন্টারে কাজ শুরু করেছিলেন। মার্কিন প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে মেরি জ্যাকসনের পাশাপাশি নাসায় যে আফ্রো-আমেরিকার মহিলা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গিয়েচেন তাঁদের প্রত্যেককেই সম্মান জানানো হবে।

রাজনৈতিক মহল বলছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলের শেষ দিকে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লায়েডের উপর নির্মম পুলিশি অত্যাচার ও তারই জেরে তাঁর মৃত্যু গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। মার্কিন প্রশাসনকে তুলোধনা করে সরব হয়েছিল বিশ্বের একাধিক দেশ। ফ্লায়েডের আর্তনাদের সেই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় বাইরাল হয়েছিল। আমেরিকাকে কৃষ্ণাঙ্গ-বিরোধী দেশের তকমাও দিয়েছিলেন একাধিক দেশের রাষ্ট্রনেতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় এসেই দেশের কৃষ্ণাঙ্গ-বিরোধী তকমা ঘোঁচাতে তৎপরতা নিয়েছেন জো বাইডেন, কমলা হ্যারিসরা। নাসার সদর দফতরের নাম এক কৃষ্ণাঙ্গ বিজ্ঞানীর নামে করে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজকে একটি বার্তা দিতে চেয়েছে মার্কিন প্রশাসন। মায়ের নামে নাসার সদর দফতরের নামকরণ হবে শুনে আবেগে ভাসছেন মেরি জ্যাকসনের মেয়ে মেয়ে ক্যারোলিন লিউইস। তিনি বলেন, "আমার মা বিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংসারের সব কাজ সামলে গিয়েছেন। উনি একজন বড় মনের মানুষ ছিলেন। গোটা আমেরিকার জন্যই তাঁর ভাবনা ছিল। আমার মাকে এমন সম্মান জানানোয় আমরা খুব খুশি হয়েছি।"

ফাঁস হয়ে গেল আগামী সিরিজের ফোনের তথ্য

আজকের দিনে ফোন ব্যবহার করেন না এমন মানুষ নেই। যে কোন কাজ হোক না কেন আজকের দিনে মানুষের কাছে ফোন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ার্কফ্রম হোম এর কারণে যা আরও বেশি পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এবারে জানা গিয়েছে এক নতুন তথ্য। লঞ্চের আগে ফাঁস হয়ে গেল এর আগামী ফোনের বেশ কিছু তথ্য। যা নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে বাড়ছে আকর্ষণ।

যদিও জানা গিয়েছে ৯ এর আগামী সিরিজের ফোন মার্চ মাসে লঞ্চ হতে চলেছে। আর তা নিয়েগ্রাহকদের মধ্যে ছিল যথেষ্ট আকর্ষণ। মূলত সাধারণ মানুষের কাছে অল্প বাজেটের ফোনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট জনপ্রিয় কোম্পানি গুলির মধ্যে একটি হল। আর তা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে ছিল তীব্র আকর্ষণ। ইতিমধ্যে অল্প বাজেটের মধ্যে আরও বেশ কিছু ফোন লঞ্চ করার ফলে সুবিধা হয়েছে সাধারণের। করোনা পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে দামের বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর সেই কারণেই দামের বিষয়টি মাথাতে রেখে বাজারে এর তরফে আগেও নিয়ে আসা হয়েছিল বেশ কিছু ফোন। আর তা যথেষ্ট সুবিধা দিয়েছে।

জানা গিয়েছে আগামী মার্চে মূলত ফোনের লঞ্চের কথা ছিল। আর সেই কারণেই বিষয়টি যথেষ্ট আকর্ষণের হয়ে উঠেছিল গ্রাহকদের কাছে। বেশ কিছু তথ্য ইতিমধ্যে সামনে এসেছে। যেখানে জানা গিয়েছে এই দুই ফোনে থাকবে খুদ্বদ্রনত্রত্ম ডিসপ্লের সুবিধা।অন্যদিকে এই ফোনে রয়েছে উন্নত ব্যাটারি পরিষেবার সুবিধা। জানা গিয়েছে এই ফোনে থাকবে ৮ জিবি র্যা মের সুবিধা।

তবে আরও বেশ কিছু তথ্য সামনে এখনো আসেনি। অর্থাৎ প্রাথমিক কিছু তথ্য সামনে এসেছে। আর তার জেরেই গ্রাহকদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে এই দুই ফোন।

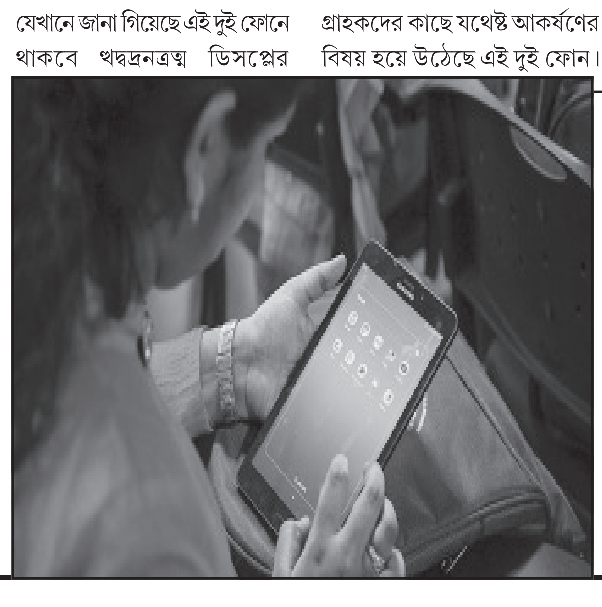

মাত্র ১টি কলায় পান ৫টি উপকার

পুষ্টিবিদরা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় একটি করে কলা রাখার কথা বলেন। কলা মূলত শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও প্রতিদিন কলা খাওয়ার আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে। জেনে নিন প্রতিদিন কলা খাওয়ার কিছু উপকারী দিক---

১। বহু ব্যবহারের ফল কলা ঃ পাকা কলা খাওয়ার সাথে সাথে ফ্রেশ স্মুদি, যেকোন ধরনের মিষ্টি ধরনের খাবার, কেক কিংবা পিঠাও তৈরিতে ব্যবহার হয়।

২। কলাতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি ঃ কলাতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিকেল এবং যে কোন ধরনের প্রদাহ থেকে রক্ষা করে।

৩। হতাশা কাটাতে ঃ মানসিক চাপ, অশান্তি এবং হতাশা দূর করতে কলা দারুণ কার্যকরী একটি ফল? সেটি হল এই কলা।

৪। চোখের জন্য এতে রয়েছে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ। যেমন ঃ ভিটামিন-ই ও লুটেইন। যা চোখের জন্য খুব উপকারী।

৫। খাদ্য পরিপাকে ঃ কলাতে থাকা দ্রবণীয় আঁশ খাদ্য পরিপাক করতে এবং কোষ্ঠ্যকাঠিন্যের সমস্যাকে কমাতে সাহায্য করে থাকে।

আগরতলা ফুড লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন বিতরণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২৬১,১৮৮

রিও ডি জেনেইরো, ৫ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা- সংক্রমণে কোনওভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২.৬১ লক্ষেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৭৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬১ হাজার ১৮৮-তে পৌঁছেছে। সংক্রমণও দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৪,২৮৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্তহয়েছেন। সবমিলিয়ে মহামারীর শুরু থেকে এযাবৎ ব্রাজিলে ১০,৭৯৬, ৫০৬ জন করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন।

টিকাকরণ কর্মসূচিতে ভালো পারফরম্যান্স বাংলাদেশের

ঢাকা, ৫ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সাপ্তাহিক টিকাদানের ক্ষেত্রে এশিয়ার দুই পরাক্রমশালী দেশ ভারত ও চিনকে পিছনে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ওয়েবসাইট 'আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডেটা'র তথ্য অনুযায়ী, গত ২ মার্চ পর্যন্ত চিন ও ভারতে যেখানে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ০.০৪ জন বাসিন্দা করোনার টিকা পেয়েছেন, সেখানে একই সময়ে বাংলাদেশে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ০.০৭ জনকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। করোনারোধী টিকাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে নেপাল (০.০৫) এবং মালয়েশিয়াও (০.০১)। দক্ষিণ এশিয়ার আর এক দেশ পাকিস্তানে করোনা টিকাকরণের হাল আরও শোচনীয়। ইমরান খানের দেশে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ০.০১ জনেরও কম মারণ ভাইরাসের টিকা পেয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে টিকাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা। মালদ্বীপে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১.০২ জন এবং শ্রীলঙ্কায় ০.১২ জনকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। সিঙ্গাপুরে টিকা পেয়েছেন ০.২৬ জন। মারণ ভাইরাসের টিকাকরণের ক্ষেত্রে চোখধাঁধানো পারফরম্যান্স হচ্ছে ইজরায়েলের। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১.০২ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ০.৬২ জন, ব্রিটেনে ০.৫৮ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ০.৫৮ জন, মরক্কোয় ০.৫ জন ইতিমধ্যেই করোনার টিকা পেয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মুখ্যমন্ত্রীর বিধান পরিষদ তৈরির ঘোষণায় আপত্তি বিজেপি-র

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার শুরুতেই বড়সড় চমক দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন ক্ষমতায় ফিরেই বাংলায় গড়ে তোলা হবে বিধানপরিষদ। রাজ্যের আইনসভায় সেটিই হবে উচ্চকক্ষ। বিজেপি অভিযোগ তুলেছে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করে বিধানপরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। তাই এই বিষয়ে তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবেন।

তৃণমূলনেত্রী জানান, বিধানপরিষদে দলের তরফে প্রার্থী করা হবে সেই সব মুখকেই যারা বয়সের কারনে এবারে বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিট পাচ্ছেন না। তবে দেশের প্রতিটি রাজ্যে বিধানসভা রয়েছে। সেটিই প্রতিটি রাজ্যের আইনসভার নিম্নকক্ষ হিসাবেই বিবেচিত হয়। সেই সভায় যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতে পায় তাঁরাই রাজ্যের সরকার গঠন করে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো হাতেগোনা কিছু রাজ্যে রয়েছে আইনসভার উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদ। এবার সেই তালিকায় যোগ হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের নামও।

যদিও রাজ্যে বামজমানার অবসানের পরে বিধানপরিষদ গঠন করার কথা এর আগেও উঠেছে। কিন্তু তা রূপায়িত হয়ে ওঠেনি। এবার সেই একই প্রতিশ্রুতিকে এদিন সামনে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিলেন এদিন যে সব বরিষ্ঠ বিধায়ক নেতা ও মন্ত্রীদের নাম বাদ পড়েছে ভোটের প্রার্থীর তালিকা থেকে তাঁদের বিধানপরিষদের মাধ্যমে জিতিয়ে আনা হবে। সেই তালিকায় যেমন থাকছেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জটু লাহিড়ি, অমিত মিত্র তেমনি থাকছেন পূর্ণেন্দু বসু, রচপাল সিং, অমল আচার্য্যরা।

তবে বিজেপি এদিন সরব হয়েছে বিধানপরিষদের ঘোষণার সময়সীমা নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী বিধানপরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করে দিলেন। এই ঘোষণা কার্যত নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী। এই বিষয়ে কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানাবার তোড়জোড় শুরু করে দিচ্ছে বিজেপি। আজকালের মধ্যেই এই নিয়ে অভিযোগ জানানো হবে বলে রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

আবার বামেরা মনে করছেন রাজ্যে বিধানপরিষদের কোনও প্রয়োজনই নেই। জনগনের কাছে তৃণমূলের বাতিল নেতাদের জায়গা করে দিতে এই বাড়তি ব্যায়ভার বহন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। কার্যত একই অভিমত কংগ্রেসেরও। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাননি এই বিধানপরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন নাকি মনোনিত হবেন। এটাও জানাননি যে মোনোনীত হলে তা কীভাবে তাঁরা মনোনয়ন পাবেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কিশনগঞ্জে মদ বোঝাই পিকআপ ভ্যান আটক

কিশনগঞ্জ, ৫ মার্চ (হি. স.) : কিশনগঞ্জ জেলায় দেমার্কেট গ্রামের কাছে মদ বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান আটক করল আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। শুক্রবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ৪৪টি কার্টুনে রাখা ১০৫৬টি বড় বিদেশি মদের বোতল উদ্ধার করেছে সকালে কিশনগঞ্জের আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। পলাতক পিকআপ ভ্যানের চালক।

এদিন আবগারি দপ্তরের সুপার সাত্তার আনসারী জানান, ওই পিকআপ ভ্যান থেকে ৩৯৬ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই মদ ডালখোলার থেকে বিহারের সাহারসায় পাচার করা হচ্ছিল। কিশনগঞ্জের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে খাগড়ার আবগারি চেকপোস্টের নাকা চেকিংয়ে ধরা পড়ে যায়। মদ বোঝাই পিকআপ ভ্যানটি সেই চেকপোস্টের কর্মীদের নির্দেশ অমান্য করে বাহাদুরগঞ্জ রাজ্য সড়ক দিয়ে সাহারসার দিকে পালিয়ে যায়। সেসময় আবগারি কর্মীরা পলাতক গাড়িটিকে ধাওয়া করে দেমার্কেট গ্রামের কাছে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ঘটনাস্থল থেকে পিকআপ ভ্যানের চালক পালিয়ে যায়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অবশ্য গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করার পর আবগারি দপ্তরে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে সুপার জানিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভোট প্রচারে রানাঘাটের দেওয়াল ভরে উঠেছে ছড়ায়, কার্টুনে

নদিয়া, ৫ মার্চ (হি. স.) : রাজ্যে ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচারে নেমেছে। সেই প্রচারে কে, কাকে বেশি পিছনে ফেলতে পারে এখন তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শাসক-বিরোধী একে অপরের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেওয়াল লিখনে নতুন নতুন ছড়া লিখছে। সেই ছড়ায় কবে আসছে রাজনৈতিক আক্রমণ। রানাঘাট উত্তর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে রানাঘাট পুরসভা এলাকা।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল এখন জোড়াফুল ও পদ্মের ছড়ায় ভরে উঠেছে। পাশাপাশি ভোট প্রচারে দেওয়াল লিখনের ক্ষেত্রে নির্বাচন বিধিভঙ্গ হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে তৎপর রয়েছে প্রশাসনও। শুক্রবার সকালে শহরের নাসরা এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, শাসক দলের কর্মীরা লিখনে ব্যস্ত। তাঁরা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করতে কার্টুন চিত্র দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেওয়ালে লেখা হয়েছে, ''রামের নামে ভন্ডামি, করছে শুধু গুন্ডামি''। খালি পেটে রাম নাম ৮৫০ টাকা গ্যাসের দাম। এছাড়াও লেখা হয়েছে, ৭০ বছরের সম্পত্তি ছ''বছরের শেষ। পাশাপাশি কার্টুনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতীকী ছবি এঁকেছেন তৃণমূল কর্মীরা। সেই ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, মোদী কাঁধে ও দু, হাতে মোট ছ''টি ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। একটি ব্যাগে লেখা রয়েছে ব্যাঙ্ক। কোনওটিতে আবার মেট্রো রেল, বিমান, এলআইসি, বিএসএনএল, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি। কার্টুনের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, 'বেচতে এসেছি, বেচা হলে চলে যাব'।

শুধু তৃণমূল নয়। গেরুয়া শিবির এবার দেওয়াল লিখনে শাসক দলকে টেক্কা দিতে চাইছে। শহরে বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া হয়েছে। গেরুয়া শিবির ছড়া আকারে লিখছে, ' হরে কৃষ্ণ হরে হরে, বিজেপি ঘরে ঘরে'।

এছাড়াও লেখা হয়েছে, ' যুবকরা চাইলে কাজ। দিদি বলে চপ ভাজ'। রানাঘাট পুরসভার প্রশাসকমন্ডীর চেয়ারম্যান তৃণমূলের কোশলদেব বন্দোপাধ্যায় বলেন, দেওয়াল লিখনের যে কথা বা ছড়া ব্যবহার করা হয়েছে তা শুধু আমাদের দলের কথা নয়। সাধারণ মানুষ বিগত দিনে

দেখছে, কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করেছে। তাই দেওয়াল লিখনের সেই বিষয় উঠে এসেছে। যেটা সত্যি সেটাই কার্টুনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যদিও বিজেপি রানাঘাট শহর মন্ডল সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক বলেন, এই ধরনের দেওয়াল লিখনে দেশের প্রধানমন্ত্রী হোক কিংবা মুখ্যমন্ত্রী, তাঁদের ছবি কার্টুন হিসাবে রাজনীতিতে ব্যবহার করা কখনোই কাম্য নয়। শাসকদল হয়তো ধরনের কাজ করছে। তবে আমি এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। মানুষ তাঁর পছন্দের দলকে ভোট দিক। পাশাপাশি বিজেপির পক্ষ থেকেও যদি কদর্য কোনও শব্দ ব্যবহার করে দেওয়াল লিখন করা হয় তা হলে আমার নজরে এলে মুছে ফেলা হবে। শাসক- বিরোধী তরজা যাই থাকুক না কেন, দেওয়াল লিখনে নতুন ছড়া উৎসাহের সঙ্গে পড়ছেন শহরের বাসিন্দারা। তাঁদের অনেকেই বলেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণ করে, সেই তুলনায় রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে দেওয়াল লিখন ও তো তাতে কার্টুনের ব্যবহার, নিশ্চিতভাবে সুস্থ সংস্কৃতি পরিচয় বহন করে। আমরাও নিত্যনতুন ছড়া পড়তে আগ্রহী। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

তুরস্কে হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের ঘটনায় মৃত ১১ সেনা আধিকারিক

আঙ্কারা, ৫ মার্চ (হি. স.) : তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বিতলিস প্রদেশে হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের ঘটনায় প্রাণ হারালেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল সহ ১১ সেনা আধিকারিক।দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচেছেন দুই আধিকারিক। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার তুর্কি সেনার কুগার হেলিকপ্টারটি সেনা আধিকারিকদের নিয়ে তাতভান শহর থেকে নিকটবর্তী বিনগল প্রদেশে যাচ্ছিল। স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে হেলিকপ্টারটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কর্তৃপক্ষের। তার কিছুক্ষণ বাদেই খবর পৌঁছয় বিতলিস প্রদেশের কেকমেস গ্রামের কাছে সামরিক হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়েছে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান নয় সেনা আধিকারিক। বাকি দু'জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নিহতদের মধ্যে তুর্কি সেনা কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওসমান এরবাসও রয়েছেন। সামরিক হেলিকপ্টারটি যে এলাকায় বিধ্বস্ত হয়েছে যেখানে তুর্কি বাহিনী কুর্দি মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে প্রায়শই অভিযান চালায়। তাই নাশকতার সম্ভাবনাকে খারিজ করছেন না প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আধিকারিকরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তুরস্কের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হুলুসি আকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেইমান সয়লু এবং পদস্থ সেনা কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সামরিক হেলিকপ্টার ভেঙে ১১ সেনা আধিকারিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এর্ডোয়ান। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

রাজগঞ্জে পৃথক দুটি জায়গা থেকে দুই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

রাজগঞ্জ, ৫ মার্চ (হি. স.) : জলপাইগুড়িতে পৃথক দুটি জায়গা থেকে দুই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শুক্রবার সকালে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার হয়। ফুলবাড়ি ব্যারেজের লকগেটে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ জলে ভেসে আসতে দেখেন স্থানীয়রা। মহানন্দা নদী দিয়ে ভেসে এসে লকগেটে দেহটি আটকে যায় বলে স্থানীয়দের অনুমান। মৃতের আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সকালে রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেল্টারবাড়িতে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম আসিক শীল। খবর পেয়ে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা,৫ মার্চ(হি স): কোকিলের কুহু রব জানান দিচ্ছে আর বেশি দেরী নেই বসন্ত কালের। ইতিমধ্যেই শীত শেষ হয়ে গরমে দাবদাহে হাঁসফাঁস করছে শহরবাসী। তারই মাঝে আগামী তিনদিন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে কলকাতায় সকালে হালকা কুয়াশা ছিল। যদিও বেলায় আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। অন্যদিকে আগামী তিনদিন দার্জিলিং কালিম্পং সহ বেশ কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি মালদা ও দুই দিনিজপু্ দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলায় দিনের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। রাতের তাপমাত্রা তুলনায় দিনের তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে যাবে। শনিবার ও রবিবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমতল এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব পড়তে পারে। যার জেরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকার রাজ্যগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

ময়না ব্লকে তৃণমূলের নেতা কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের দল ত্যাগ

ময়না , ৫ মার্চ (হি. স.): পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না ব্লকের শ্রীকণ্ঠা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বৃন্দাবনচক বুথের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ও বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান সহ আরো শতাধিক কর্মী নিয়ে তিনি বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন। তার এই পদত্যাগপত্র তিনি ময়না ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত মালাকার এর কাছে পাঠিয়েছেন।

তিনি বলেন, ময়না ব্লকের শ্রীকণ্ঠা গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃন্দাবনচক বুথে আমাদের কোন সম্মান দেওয়া হচ্ছিল না। দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের এড়িয়ে চলছিল আমরা এতদিন অপমান সহ্য করেও আর আমরা এই অপমান সহ্য করতে পারছিনা তাই আমরা এদিন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির কাছে আমার প্রস্তাব পত্র পাঠিয়েছে এবং তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ওটা পরে ভেবে দেখব।

প্রয়াত অভিনেতা গওহর খানের বাবা

মুম্বাই, ৫ মার্চ (হি. স.) : প্রয়াত হলেন অভিনেতা গওহর খানের বাবা জাফর আহমেদ খান। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্ত ছিলেন তিনি। শুক্রবার মৃত্যু হয় তাঁর বাবার। বাবার মৃত্যুর পর নিজের ইনস্টাগ্রামের ছবিও বদলে ফেলেন অভিনেত্রী। জলন্ত মোমবাতির ছবি শেয়ার করে বাবাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান তিনি। গওহরের বাবার মৃত্যুর খবরে শোকপ্রকাশ করে বলিউডের একাংশ। বাবার সঙ্গে ছবি শেয়ার করে গওহর লেখেন, 'আমার হিরো। তোমার মতো কেউ হতে পারবে না। আমার বাবা মারা গেলেন। তাঁর এই চলে যাওয়া বুঝিয়ে দিয়ে গেল কত সুন্দর মানুষ ছিলেন তিনি। আমি অনেকটা তোমারই মতো বাবা। যদিও তোমার মতো ছিটেফোঁটাও হতে পারব না কোনও দিন। তোমায় খুব ভালবাসি।'' গওহরের পোস্টে সমবেদনা জানিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর সহকর্মীরা। প্রসঙ্গত, গত বছর বড়দিনে বিয়ে করেন জইদ এবং গওহর। বিয়ের আড়াই মাসের মধ্যে পরিবারে এত বড় বিপর্যয়ে কার্যত বিধ্বস্ত গওহর ও তাঁর পরিবার। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোনালি

যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে উল্টে গেল বাস, গুরুতর আহত ৬ জন যাত্রী

নয়ডা, ৫ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন যাত্রী। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দানকাউর থানা এলাকায়। আহতদের মধ্যে ৩ জনের নাম জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন-হরি রাম (৪৫), গোপী (২২) এবং অমন (১৯)। এই ৩ জন-সহ ৬ জনকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ থেকে হরিয়ানার গুরুগ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিল বাসটি। দানকাউর থানা এলাকায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনা আহত হয়েছেন ৬ জন যাত্রী। এই দুর্ঘটনার জেরে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ব্যাপক যানজট হয়। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে সরানোর পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

প্রত্যাশামতই তৃণমূল প্রার্থী এবং প্রচারের তালিকায় এবার তারকার মেলা

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবার কালীঘাটের বাড়ি থেকেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকায় রয়েছেন তারকারা। বাকি তারকাদেরও ব্যবহার করা হবে নির্বাচনী প্রচারে।

ব্যারাকপুর থেকে প্রার্থী করা হল পরিচালক রাজ চক্রবর্তীকে। বাঁকুড়া আসনটি দেওয়া হল অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবারই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন কীর্তন শিল্পী অদিতি মুন্সি। তাঁকে দেওয়া হল রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্র। সায়নী ঘোষ পেলেন আসানসোল দক্ষিণ। উত্তরপাড়ার প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিক। শিবপুর থেকে প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। সোনারপুর দক্ষিণ থেকে লাভলি মৈত্র। চণ্ডীপুর থেকে দাঁড়ালেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। মেদিনীপুর থেকে দাঁড়ালেন জুন মাল্য।

উল্লেখ্য, এবার বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে একঝাঁক টলি তারকাদের। সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। 'অপমানিত', বিরক্ত', 'অভিমানী' গত দু'বারের বিধায়ক দেবশ্রী রায় বেশ কিছুদিন আগেই দলনেত্রীকে জানিয়ে দেন রায়দীঘি থেকে এবার প্রার্থী হবেন না। তাঁর এবার আর পরিবর্ত আসন জোটেনি। গত ২০ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন সিএবি'র প্রাক্তন সচিব বিশ্বরূপ দে। তৃণমূল ভবনে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় ও লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর পর অনেকটাই যেন ঢল নামে। প্রথম পর্যায়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন বর্ষীয়ান অভিনেতা দীপংকর দে, ভরত কল, সৌরভ দাস, পিয়া সেনগুপ্ত, কৌশানি, ''বাহামণি'' খ্যাত রণিতা দাস, সৌপ্তিক চক্রবর্তী, ''জলনূপুর'' খ্যাত লাভলি, সৌরভ দাস, শ্রীতমা ভট্টাচার্য, কৌশানি মুখোপাধ্যায়ের মতো তারকারা। এর পর ২৪ ফেব্রুয়ারি সাহাগঞ্জে সভামঞ্চে যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ, জুন মাল্য, সুদেষ্ণা রায়, অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক, পরিচালক রাজ চক্রবর্তীরা। ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। গতকাল শশী পাঁজার হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেছেন সুভদ্রা মুখোপাধ্যায়ও। এদের মধ্যে থেকে প্রার্থি বেছে নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অনলাইনে মনোনয়ন পেশে ব্রাত্য বাংলা ভাষা, সমালোচনা বিভিন্ন মহলে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : রাজ্যের কোটি কোটি মানুষের সম্মানে অবিলম্বে বাংলা ভাষাতেও অনলাইনে মনোনয়ন জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। নাহলে তা কমিশনের বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষের নমুনা হিসাবেই চিহ্নিত হবে। এই সুর ফুটে উঠেছে বাংলার সারস্বত সমাজের অনেকের গলায়।

বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার প্রতিক্রিয়ায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''আমার মনে হয়না এটা কোনও সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কোনও আমলার নির্বুদ্ধিতা বা দুর্বুদ্ধির ফলে হয়তো এরকম হয়েছে। তবে যা হয়েছে মারাত্মক অন্যায়। বড় ভুল। অবিলম্বে ঠিক করে নেওয়া উচিত। ''

বাংলার নানা মহলে এখন কমিশনের এই ভূমিকা ঘিরে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলা হচ্ছে, কমিশনের সিদ্ধান্ত অন্যায় এবং অনুচিত। প্রশাসনিক সুবিধার্থে দেশে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু রাজ্যের বিধানসভা ভোটের অনলাইন মনোনয়নে ওই দু'টি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া অবৈধ।

বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য ডঃ মোহিত রায় বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্নকরলে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রদেশ কার্যকরী সদস্য ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিক্রিয়ায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''বাংলা ভাষায় অনলাইন মনোনয়ন পেশের সুযোগ থাকলে ভাল হত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তো বাংলা ছাড়াও সাঁওতালি, নেপালি ভাষাভাষি আছেন। হতে পারে , বাংলায় মনোনয়নের ব্যবস্থা করলে ওই সব ভাষার তরফেও দাবি উঠত তাঁদের ভাষায় মনোনয়ন পেশের সুযোগদানের। আর, এর নেপথ্যে বিজেপি-র হাত আছে বলে যাঁরা ভাবছেন, সেটা ঠিক নয়। কারণ, নির্বাচন কমিশন একটা স্বাধীন সংস্থা। ''

বিজেপি-র রাজ্য কমিটির এক সদস্য তথা দলের রাজ্য অর্থনীতি সেলের আহ্বায়ক তথা দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ রায় প্রতিক্রিয়ায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''তামিল, মালয়ালাম, অসমীয়া ভাষায় করা গেলে কোন যুক্তিতে বাংলায় আবেদনপত্র পূরণ করা যাবে না, তা আমারও বোধগম্য হচ্ছে না। দীর্ঘকাল এ ধরণের জিনিস চলতে থাকলে একটা নেতিবাচক ফল হবে। এ রাজ্যের সব দলেরই উচিত সহমতের ভিত্তিতে কমিশনকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আবেদন করার। যদি কোনও বাঙালি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নেতা হওয়ার চেষ্টা করেন, ভুল হবে। নির্বাচন কমিশনের তো আমার স্বাধীকার হরণ করার এক্তিয়ার নেই!''

শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাসের মতে, ''অত্যন্ত আপত্তিকর সিদ্ধান্ত। হিন্দি আর বাংলা দুটি ভাষাই সংবিধান স্বীকৃত। অথচ কদিন আগেই প্রধানমন্ত্রীর বললেন, সব ভাষার বিকাশের কথা। এসবই কি কথার কথা?''

এই প্রসঙ্গেই রাজ্যের একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠনের তরফে কমিশনকে চিঠি দিয়ে ৭২ ঘন্টা সময় দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ত্রুটি শোধরাবার জন্য। নাহলে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে এই নিয়ে মামলা দায়ের করার কথাও কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। ওই সংগঠনের বক্তব্য, ''ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার মাধ্যমে অনলাইনে মনোনয়নের ব্যবস্থা করে কমিশন বাংলা এবং বাঙালি বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে। বাঙালি জাতির জন্য এই নীতি অত্যন্ত অপমানজনক। তামিলনাড়ু আর পুদুচেরিতে প্রার্থীরা ইংরেজি আর হিন্দি ভাষার পাশাপাশি তামিল ভাষায়, কেরলে মালায়ালম ভাষায়, অসমে অসমিয়া ভাষায় অনলাইনে মনোয়ন দাখিল করতে পারবেন। তাহলে বাঙালিরা কেন বাংলা ভাষায় মনোয়ন দাখিল করতে পারবে না? কমিশন কী বাংলাতে শুধু হিন্দি ভাষী মানুষকেই প্রার্থী হিসাবে চাইছে? যদি সেটাই হয় তাহলে দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে তা হবে চূড়ান্ত বিপজ্জনক পদক্ষেপ।'' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

খুমুলুঙ প্রেস ক্লাবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শুক্রবারের তোলা নিজস্ব ছবি।

নাম নেই শুনে কেউ কাঁদলেন হাউ হাউ করে কারও আক্ষেপ 'দলে আমার প্রয়োজন ফুরোল'

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি. স.) : ওঁদের কেউ ভেবেছিলেন, এবারেও ভোটের টিকিট পাবেন। কারও মধ্যে প্রার্থী হওয়ার আশা উস্কে দিয়েছিল প্রচারমাধ্যম। কিন্তু টিকিট পাননি। তৃণমূলের প্রত্যাশীদের হরেক প্রতিক্রিয়া। কতটা হতাশ ওঁরা। খোঁজ করল হিন্দুস্থান সমাচার। ২০০৬ থেকে ছিলেন বিধায়ক। প্রথমে বেলগাছিয়া পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে। এরপর ২০১১-তে কেন্দ্রটির নাম হয় কাশীপুর বেলগাছিয়া। উপর্যুপরি দুটো পর্যায়ে সেখানে জয়ী হয়ে দলনেত্রীর মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। সেই মালা সাহা এবার ভোটে তৃণমূলের টিকিট পেলেন না। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফের মনোনয়ন পাচ্ছেন না জেনে এদিন কার্যত কেঁদে ফেলেন কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক।

টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ আরাবুল ইসলামেরও। তাঁর চোখে জল। আরাবুল ইসলাম ছিলেন ভাঙড় থেকে সিপিএমকে উপড়ে ফেলার কারিগড়। তৃণমূলের মুখ (যদিও পরবর্তী পরিস্থিতিতে আরাবুলের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন নেতৃত্বরা)। মাঠে-ময়দানের রাজনীতির লোক। বিধায়কও ছিলেন। ভোট করাতে এতটাই পটু, যে কলকাতার ভোটেও 'ডাক' পড়ে আরাবুল বাহিনীর। বস্তুত গত প্রায় এক দশকে বাহুবলী হিসাবে আরাবুলের নাম প্রচারমাধ্যমে ও পুলিশের খাতায় এতবার এসেছে, গোটা রাজ্যে সে রকম নজীর খুব কম।

ক'দিন আগেও আরাবুলের ঘনিষ্ঠ কিছু অনুগামী ফেসবুকে প্রচার চালিয়েছিলেন, "ভাঙরে গুরুদেবই থাকবেন। বিকল্প কেউ নেই। দিদির আশীর্বাদধন্য, দিদির পুরনো সৈনিক আরাবুল ইসলাম, মমতা দি জিন্দাবাদ।।" কিন্তু ভক্তদের আশা পূরণ হয়নি। এবার প্রার্থী না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন আরাবুল ইসলাম। তাঁর অনুযোগ, "দলে আমার প্রয়োজন ফুরোল।" ফেসবুকে পোস্ট ক্ষুব্ধ আরাবুল ইসলামের। আরাবুলের বাড়ির সামনে সমর্থকদের বিক্ষোভ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রকৃতই অগ্নিকন্যার তকমা পান, প্রায় তখন থেকেই তাঁর ছায়াসঙ্গী সোনালি গুহ। মমতা যখন রেলমন্ত্রী, তখনও তাঁর ডান হাত সোনালি। শুক্রবার সকালে সোনালি তাঁর ফেসবুক পোস্টে মমতাকে উদ্দেশ করে লেখেন, "বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। আমরা তোমার লড়াই তোমার ত্যাগ তোমার সাধনা তোমার কর্ম কিছুই ভুলিনি। আমরা ভুলিনি বামফ্রন্টের সন্ত্রাস, অত্যাচার, অনুন্নয়ন অরাজকতা স্বজন পোষন শিক্ষার অবনমন জঙ্গি ইউনিয়নবাজি। আজ আবার এক পরীক্ষার দিন। তুমি ২৯৪ টি আসনে যাকে টিকিট দেবে আমরা তাঁকেই সমর্থন করবো। তার জন্যে লড়ে যাবো। আমরা সব সময় সব অবস্থায় তোমার সাথে তোমার পাশে। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমরা তোমায় ছাড়বোনা। আমাদের চরম সৌভাগ্য আমরা তোমার মত মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি বাংলার অভিভাবিকা পেয়েছি বাংলার মা কে পেয়েছি। বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়।"

টিকিট না পেয়ে সেই সোনালি গুহ কেঁদে ভাসালেন। বললেন, "আমি দিদির বাইরে ভাবতেই পারি না। দিদি আমাকে বার করে দিল? আমি কখনও দিদিকে ছেড়ে যাইনি। যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না। দিদি আমাকে ছাড়িয়ে দিল?" গত বছর এক শিল্পী সংগঠনের কর্মকর্তা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন সুদেষ্ণা রায়। জিততে পারেননি। সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন এককালের সফল সাংবাদিক, টলিউডের অতি পরিচিত এই মুখ তথা অভিনেত্রী-পরিচালিকা। ক'দিন ধরে তাঁর নাম ভাসছিল সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হতে পারেননি। এই প্রতিবেদককে বললেন, "বিজেপি-কে ঠেকানোর জন্য সব রকম চেষ্টা করব। আমাদের যাঁরা বিজেপি-তে গিয়েছেন, অনেকেরই কিন্তু ভাবমূর্তি বেশ অস্বচ্ছ! টিকিট না পাওয়ার জন্য বিন্দুমাত্র খেদ নেই। আমি ভোটের প্রচারে থাকব।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মহারাষ্ট্র-সহ ৬টি রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক : কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): নতুন করে ভারতে ভয় বাড়াচ্ছে কোভিড-১৯ ভাইরাস। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, কেরল, গুজরাট ও দিল্লি-সহ ভারতের ৬টি রাজ্যের করোনা-পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। শুক্রবার এমনটাই জানাল ভারত সরকার। বিগত ২৪ ঘন্টাতেই ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৮৩৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১১৩ জনের। নতুন করোনা-আক্রান্তের সিংহভাগই মহারাষ্ট্র-সহ ৬টি রাজ্যে। বাকি পাঁচটি রাজ্য হল পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লি। এই ৬টি রাজ্যই নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। শুক্রবার ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এই ৬টি রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮৪.৪৪ শতাংশ নতুন সংক্রমণ হয়েছে। তবে, স্বস্তি দিচ্ছে আরও বেশ কয়েকটি রাজ্য। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতের ১৪টি রাজ্য এবং ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। ভারত সরকার জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, চন্ডীগড়, দমন ও দিউ, দাদর ও নগর হাভেলি, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, লাদাখ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, পুদুচেরি, সিকিম, ত্রিপুরা এবং উত্তরাখণ্ডে করোনা-আক্রান্ত কারও মৃত্যু হয়নি।

পানীয় জল-সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ

মগরাহাট, ৫ মার্চ (হি.স.): পানীয় জল, রাস্তা মেরামতি-সহ একাধিক দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খেলারামপুরে পানীয়জল ও বেহাল রাস্তা মেরামতির দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসীন্দারা। ফলে সকালের ব্যস্ত সময়ে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ ছিল শিরাকোল-শেরপুর রোডের যান চলাচল। বিপাকে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা-টিকা ১০০ শতাংশ সুরক্ষিত, বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ : গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই (বিহার), ৫ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। শুক্রবার সকালে বিহারের বেগুসরাই সদর হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন গিরিরাজ সিং। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গিরিরাজ সিং জানিয়েছেন, 'করোনা ভ্যাকসিন ১০০ শতাংশ সুরক্ষিত।' করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার জন্য শুক্রবার সকালেই বেগুসরাই সদর হাসপাতালে পৌঁছে যান গিরিরাজ সিং। হাসপাতালের নার্স কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে করোনার ভ্যাকসিন দেন। পরে টুইট করে গিরিরাজ সিং জানিয়েছেন, 'বেগুসরাই সদর হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম দফার ডোজ নিলাম, এই ভ্যাকসিন ১০০ শতাংশ সুরক্ষিত। সমাজ ও নিজেদের সুরক্ষার জন্য করোনা ভ্যাকসিন অবশ্যই নিন। দেশের বিজ্ঞানীদের কোটি কোটি ধন্যবাদ।' উল্লেখ্য, গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হয়েছিল প্রথম দফার টিকাকরণ। প্রথম দফায় মূলত স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রথম সারির করোনা-যোদ্ধাদের করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার থেকে দেশে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ। এই দফায় ৬০ বছরের প্রবীণ নাগরিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি 'কো-মর্বিডিটি' থাকলে ৪৫ বছরের বেশি বয়সিরাও টিকা পাচ্ছেন।

ভারতে ২২-কোটি ছুঁইছুঁই করোনা-টেস্ট, সার্বিক সুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৭.৬১-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২১.৯৯-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছে করোনা-টেস্টের সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৭,৬১,৮৩৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২১,৯৯,৪০,৭৪২-এ পৌঁছে গিয়েছে।ফের অস্বস্তি! করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ফের বাড়ল ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় একধাক্কায় বেড়েছে ২,৯০৬ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও, সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,৮১৯ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৭,৫৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১১৩ জনের।

উঠছে : মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলাশাসক তাপস রায়, পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, সিএমও ডা. শরদিন্দু রিয়াং প্রমুখ।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঊনকোটি জেলা সফরে এসে বেলা দেড়টা নাগাদ পেঁচারডহর বিলাসপুর জলাধার পরিদর্শন করেন। তার সাথে ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলাশাসক তাপস রায়, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ড় চন্দন সাহা সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাগণ। জেলাশাসক তাপস রায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে এই জলাধারের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত করতে গিয়ে বলেন, জলাধারের উন্নয়নে মৎস্য, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, কৃষি, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ সহ পর্যটন দফতরের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব আকারে পাঠানো হয়েছে।

বৃদ্ধা, ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

যাওয়ার পর তিনি চলে আসেন মধুপুরে মেয়ে পারুল সরকারের বাড়িতে। গত চার মাস ধরে তিনি ভাতা পাচ্ছেন না। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, তাকে মৃত দেখিয়ে ভাতার টাকা কেটে দেওয়া হয়েছে। ভাতা না পেয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধা। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। অসহায় ওই বৃদ্ধা পুনরায় ভাতা চালু করার জন্য তিনি সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

ধর্ষণ, থানায় মামলা

● আটের পাতার পর

মেয়েকে সিআরপিসি ধারায় আগরতলা সিবিল জর্জের ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জবানবন্দি রেকর্ড করার হয়। আর ঐদিকে কুখ্যাত অপরাধী সুমন ঘোষ কে জেলা ও দায়রা জজের আদালতে উপস্থিত করা হলে বিচারক কুখ্যাত অপরাধী সুমন ঘোষ কে ১৪ দিনের জন্য কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। শুভবুদ্ধি মহল আমতলী থানার পুলিশকে এই ব্যাপারে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ওই নাবালিকা মেয়ের মা অভিযুক্ত সুমন ঘোষ এর বিরুদ্ধে সুষ্ঠু বিচার কামনা করছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে নাবালিকা এবং নাবালিকার মায়ের নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করা হচ্ছে না।

শক্তিশালী হবে : ইয়েদুরাপ্পা

● আটের পাতার পর

বিধায়ক। রাজ্যের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে বিধানসভায় বসে কথা বলুন, অপ্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করবেন না। আমি দু''দিনের একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকেছিলাম, কিন্তু তাঁরা কোনও কথা বলার পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় অভিযোগও করেই চলেছেন।'

দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ঊর্ধমুখী, ভারতে সক্রিয় রোগী ১.৫৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): ভারতে দৈনিক মৃত্যু এবার ১০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল, উদ্বেগ বাড়িয়ে ১৬ হাজার ছাড়াল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬ হাজার ৮৩৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১১৩ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩,৮১৯ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,৩৯, ৮৯৪ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬,৮৩৮ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৬১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,৮১৯ জন। ১১৩ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৭,৫৪৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩১৯ জন (১.৫৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ২,৯০৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ ০৫ হাজার ৫০৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৭০ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

প্রার্থী তালিকা প্রকাশ তৃণমূলের

● প্রথম পাতার পর

বহু নতুন মুখ। বাদও গেলেন বেশ কয়েকজন চেনামুখ। যদিও মমতার আশ্বাস, যাঁরা বাদ পড়লেন তাঁদের অনেকেই যাবেন বিধান পরিষদে। শুক্রবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণাঙ্গ প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেন। এর পরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে ক্ষোভ, বিক্ষোভ। এবারের বিধানসভা লড়াইয়ে তৃণমূলের টিকিট পাননি সিঙ্গুরের বর্তমান বিধায়ক 'মাস্টারমশাই' রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর বদলে এবার সিঙ্গুর থেকে লড়বেন ভূমিপুত্র বেচারাম মান্না। এর জেরে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথবাবুর সাফ বক্তব্য, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেও সিঙ্গুরে বেচারামের হয়ে প্রচার করব না।"

অন্যদিকে, প্রার্থী হতে না পেরে কার্যত বিদ্রোহ করে বিধায়ক পদই ছাড়লেন নলহাটির মইনুদ্দিন শামস। তাঁর দাবি, যাঁকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, সেই রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংকে চান না অনেকেই। এলাকায় তাঁর কোনও পরিচিতি নেই। তিনি অন্য দলের হয়ে নলহাটি থেকেই ফের লড়বেন। সম্ভবত সংযুক্ত মোর্চা অর্থাৎ বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের প্রার্থী হতে চলেছেন। যদিও এ বিষয়ে এখনও মুখে কুলুপ মইনুদ্দিন শামসের।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়ায় চারবারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার সোনালি গুহ। কিন্তু এবার আর তাঁকে প্রার্থী করা হয়নি। তা জেনেই কেঁদে ভাসালেন সোনালি। কান্নাভেজা গলাতেই তিনি বলেন, "বহু লড়াই-আন্দোলনে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলাম। এবার আমাকে দল টিকিট দিল না। নারী দিবসের আগে দলের থেকে যোগ্য সম্মান পেলাম।"

টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম পোলেরহাট এলাকায় নিজের পার্টি অফিসেই তিনি ভাঙচুর করেন। রাস্তার সামনে অবরোধ করেন তাঁর অনুগামীরা। এ নিয়ে বেলার পর থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়। একইভাবে ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আবদুর রেজ্জাক মোল্লা এবং বাসন্তীর বিধায়ক গোবিন্দচন্দ্র নস্কর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন দলের বিরুদ্ধে।

প্রতি ভোটেই শতাংশের নিরিখে অন্য যে কোনও দলের চেয়ে বেশি মহিলা প্রার্থী থাকে তৃণমূলের। মহিলা জনপ্রতিনিধির শতাংশও বেশি অন্য যে কোনও দলের চেয়ে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বারবার বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রার্থী তালিকায় ১৮ শতাংশ অর্থাৎ ৫১ জন মহিলা স্থান পেয়েছেন। যার মধ্যে রাজনীতি করা প্রার্থী সাবিত্রি মিত্র, গীতারানি ভুঁইয়্যা, অসীমা পাত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রয়েছেন, আবার সিনেমা জগতের জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষ, কৌশানি মুখোপাধ্যায়, লাভলি মৈত্র, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন।আসন্ন ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে নানা ধর্ম, নানা ক্ষেত্র থেকে এবারের নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মোট ২৯১ টা আসনে সাধারণ অর্থাৎ অসংরক্ষিত প্রার্থী হয়েছেন ১৪১ জন, শতাংশের বিচারে ৪৮ শতাংশ। অনগ্রসর জাতি থেকে ১৯ জন প্রার্থী হয়েছেন শতাংশের বিচারে যা ৭ শতাংশ। তফশিলি জাতি থেকে ভোটে লড়ছেন ৭৯ জন, শতাংশের বিচারে ২৭ শতাংশ। তফশিলি উপজাতি থেকে ১৭ জন প্রার্থী হয়েছেন শতাংশের বিচারে ৬ শতাংশ। ৩৫ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আসন্ন নির্বাচনে, যা শতাংশের বিচারে ১২ শতাংশ। অর্থাৎ, এভাবেই বিরোধী শিবিরের তরফের বারবার দেওয়া 'তোষণকারী' তকমা একেবারে ঝেড়ে ফেললেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অন্যবারের প্রার্থীর তুলনায় এবারের প্রার্থী তালিকায় কমেছে সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা। তৃণমূলের দাবি, বিজেপিকে ভোটের আগেই বিপাকে ফেললেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এবারের প্রার্থী তালিকায় শুধুমাত্র রাজনীতি করা মানুষদের নয়, খেলা, সিনেমা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবী স্তর থেকেও প্রার্থী করেছেন মমতা। বেশ কিছু চিকিৎসক রয়েছেন এবারের তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায়, রানা চট্টোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্মার মতো মানুষ, আবার রয়েছেন খেলার জগৎ থেকে বিদেশ বসু ও মনোজ তিওয়ারির মতো তারকারা। হিন্দুস্থান সমাচার

সমস্ত সম্ভাবনার দুয়ার

● প্রথম পাতার পর

স্টেশন থেকে সোজা বাংলাদেশের আখাউড়া পর্যন্ত যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার মাঝখানে গঙ্গাসাগর স্টেশন পুরোদমে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাতে, আগরতলা থেকে ট্রেন খুব সহজেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রেল রুটের সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। কারণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় শহরের সাথে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল সংযোগ স্থাপিত রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে রেল যোগাযোগে ওই প্রকল্পে দূরত্ব কমে যায়। আগরতলা থেকে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত দূরত্ব মাত্র চার কিমি। নিশ্চিন্তপুর থেকে বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর আট কিমি এবং গঙ্গাসাগর থেকে আখাউড়া পর্যন্ত দূরত্ব ছয় কিমি। ফলে বাংলাদেশের রেল রুটের মূল স্রোতে যুক্ত হওয়ার জন্য ওই প্রকল্পে ৬ কিমি দূরত্ব কমে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, ওই রেল প্রকল্প শুরু হওয়ার পর খুবই অল্প সময়ে কলকাতা এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ও আশুগঞ্জ বন্দরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে। রেল মানচিত্রের দূরত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আগরতলা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ৫১৪ কিমি। অথচ, বর্তমানে আগরতলা থেকে কলকাতা দূরত্ব পড়ে ১,৬১৩ কিমি। অন্যদিকে, ওই রেলপথে আগরতলা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ২১৩ কিমি এবং আগরতলা থেকে আশুগঞ্জ বন্দরের দূরত্ব মাত্র ৫৪ কিমি। ফলে, ওই রেল পথে যোগাযোগ শুরু হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন ব্যবসায়ীরা। কারণ, অতি স্বল্প দূরত্বে পণ্য আমদানির ফলে কমবে পরিবহণ খরচ। সাথে অল্প সময়ে আমদানি সম্ভব হওয়ায় পচনশীল পণ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। রেলওয়ের জনৈক আধিকারিকের কথায়, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বড় কন্টেনারে পণ্য ট্রেনে আগরতলা আনা যাবে। তাতে, ব্যবসায়ীরা অধিক লাভবান হবেন। প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিটির দাবি, প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল আগরতলা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত রেল সংযোগ হবে। কিন্তু বর্তমানে আগরতলা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল সংযোগ স্থাপন হলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রেল রুটের সাথে সংযোগ সহজেই স্থাপিত হচ্ছে। তিনি জানান, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতের অংশে ১৫০ গজ এলাকায় মিটার গেজ রেল লাইন বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এ-ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্ন জাগতে পারে, ত্রিপুরায় ব্রডগেজ রেল লাইন চালু হয়ে গেছে। তা-হলে, বাংলাদেশের সাথে নতুন রেল সংযোগে মিটার গেজের বিষয়টি আসছে কোথা থেকে? রেলওয়ের ওই আধিকারিকের কথায়, বাংলাদেশে এখনও সমস্ত প্রান্তে ব্রডগেজ স্থাপন হয়নি। খুলনা, রাজশাহী সহ কিছু কিছু রেল রুটকে ব্রডগেজে রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনও বিরাট অংশ জুড়ে মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ বাকি। আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পে মিটারগেজের সাথে ব্রডগেজের ব্যবস্থা রেখে রেল লাইন বসানোর কাজ চলছে।

তাঁর কথায়, প্রস্তাবিত নিশ্চিন্তপুর রেল স্টেশন থেকে কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত রেল লাইন বসানোর কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এখানে মিটার গেজ ও ব্রডগেজ উভয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিশ্চিন্তপুর থেকে আগরতলা পর্যন্ত ইলেভেটেড করিডোরের জন্য পিলার নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ চলছে। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জিরো পয়েন্ট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেলের কাজ শ্লথগতিতে হচ্ছে। এর জন্য অবশ্যই করোনা পরিস্থিতি দায়ী। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশের অংশে অনেকগুলি কালভার্ট নির্মাণ করতে হচ্ছে। কারণ সেখানে ভীষণ জল জমে থাকে প্রায় সারা বছরই। গঙ্গাসাগর রেল স্টেশনের কাজ আপাতত থমকে রয়েছে, দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, ভারতের অংশে নিশ্চিন্তপুর স্টেশনে সম্পূর্ণ আলাদা ইমিগ্রেশন, কাস্টমসের যাবতীয় সমস্ত অফিস তৈরি করা হবে। আশা প্রকাশ করে আধিকারিকটি বলেন, ৩১ মার্চের মধ্যে নিশ্চিন্তপুর থেকে জিরো লাইন পর্যন্ত রেল লাইনের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। ফলে, বাংলাদেশ সরকার চাইলে তাদের অংশের কাজ সমাপ্ত করে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত পণ্য আমদানি-রফতানি শুরু করে দিতে পারবে। তবে, আগরতলা থেকে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত রেল সংযোগ স্থাপনে আগামী বছর ২০২২ সালের ৩১ মার্চের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ অবশ্যই সমাপ্ত হবে।

অঙ্গন

সৌরভ, ধোনির ভারত নয়, কোহালির দলকেই সর্বকালের সেরা ভারতীয় দল বলছেন গাওস্কর

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ।। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় দল, মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ভারতীয় দল, বা তাঁর নিজের দল, সবার থেকে বিরাট কোহালির এই দলকে এগিয়ে রাখলেন সুনীল গাওস্কর। সানির মতে, কোহালির এই দলই ভারতের সর্বকালের সেরা দল।ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় গাওস্কর বলেন, "ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস ঘাঁটলে বলা যেতেই পারে, এই দলটাই সবার সেরা।" তাঁর ব্যাখ্যা, "এই দলটা নিয়মিত জিতছে। ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলে চলেছে। নয়ের দশকে স্টিভ ওয়ের অস্ট্রেলিয়াকে মনে পড়ছে। তারপর ক্লাইভ লয়েড, ভিভ রিচার্ডস, ব্রায়ান লারাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজও দীর্ঘ দিন রাজত্ব করেছে। অর্থাৎ আমাদের হাতে এখন এমন একটা দল রয়েছে, যারা স্টিভ, রিচার্ডসদের দলের সঙ্গে তুলনীয়। সাতের দশক থেকে আটের দশক পর্যন্ত আরও কিছু দল আছে, যারা নিয়মিত জিতেছে। কোহালির এই দলটাও সব জায়গায় জিতেছে। ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথের

অস্ট্রেলিয়াকে হারানোটা বিরাট ব্যাপার জানিয়ে গাওস্কর বলেন, "এবার অস্ট্রেলিয়া দলে সবাই ছিল। ফলে অস্ট্রেলিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। সেগুলো বিচার করে বলাই যায়, এই ভারতীয় দল সর্বকালের সেরা।"কোহালির নেতৃত্বে ভারত এখনও পর্যন্ত ৩৫টি টেস্ট জিতেছে। ভারত অধিনায়কদের মধ্যে এই তালিকায় তিনি অনেকটাই এগিয়ে। এরপর রয়েছেন ধোনি। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ২৭টি ম্যাচ জিতেছে। তৃতীয় স্থানে সৌরভ। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারতের টেস্ট জয়ের সংখ্যা ২১। এরপর রয়েছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন (১৪), গাওস্কর (৯), মনসুর আলি খান পটৌডি (৯), রাহুল দ্রাবিড় (৮)। অধিনায়ক হিসেবে সবথেকে বেশি টেস্ট জয়ের বিশ্বরেকর্ড দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রেম স্মিথের। তাঁর অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৩টি টেস্ট জিতেছে। স্মিথ ছাড়াও এই তালিকায় কোহালির আগে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং (৪৮), স্টিভ ওয় (৪১), এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইভ লয়েড (৩৬)। এখনকার অধিনায়কদের মধ্যে কোহালির পরে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জো রুট। তবে তিনি অনেক পিছিয়ে। তাঁর নেতৃত্বে ইংল্যান্ড এখনও পর্যন্ত ২৬টি টেস্ট জিতেছে।

সুইস ওপেনের কোয়ার্টারে সিন্ধু, তৃতীয় বাছাইকে হারিয়ে চমক জয়রামের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ।। বাসেলে চলতি সুইস ওপেন ৩০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ভাল দিন ভারতের জন্য। প্রত্যাশামতোই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু। পুরুষ সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। মিক্সড ডাবলসে শেষ আটে জায়গা করে নিলেন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-অশ্বিনী পোনাপ্পা জুটি। দিনের সবচেয়ে বড় অঘটন র্যাংকিং"য়ে পঞ্চাশেরও উপরে থাকা ভারতীয় শাটলার অজয় জয়রামের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছনো। টুর্নামেন্টের তৃতীয় বাছাই রাসমাস গেমকেকে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিলেন এই দক্ষিণী শাটলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইরিস ওয়াং"কে হারাতে এদিন খুব বেশি কসরত করতে হয়নি সিন্ধুকে। স্ট্রেট গেমে এদিন অলিম্পিক রুপোজয়ীর পক্ষে ম্যাচের ফল ২১-১৩, ২১-১৪। তবে র্যাংকিং"য়ে ৫০ত স্থানে থাকা ফ্রান্সের থমাস রক্সেলকে হারাতে বেগ পেতে হয় কিদাম্বি শ্রীকান্তকে। প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর শ্রীকান্তের পক্ষে ম্যাচের ফল ২১-১০, ১৪-২১, ২১-১৪।দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ডেনমার্কের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ঘাম ঝরিয়ে জিততে হলেও পুরুষ সিঙ্গলসে চমকে দিলেন চেন্নাইয়ের শাটলার অজয় জয়রাম। তৃতীয় বাছাইয়ের বিরুদ্ধে ২১-১৮, ১৭-২১, ২১-১৩ ব্যবধানে জিতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করলেন জয়রাম। মিক্সড ডাবলসে সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে থাকা সাত্বিকসাইরাজ-পোনাপ্পা জুটি হারালেন ইন্দোনেশিয়ান প্রতিপক্ষ রিনোভ রিভাল্ডি-পিথা হানিংতিয়াস জুটিকে। জানুয়ারিতে টোয়োটা থাইল্যান্ড ওপেন সুপার ১০০০ টুর্নামেন্টের সেমিতে পৌঁছেছিল এই জুটি।খুশির মাঝেও খারাপ খবর পুরুষ সিঙ্গলস থেকে সৌরভ বর্মার ছিটকে যাওয়া। থাই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে স্ট্রেট গেমে হেরে এদিন ছিটকে যান সৌরভ। বুধবারই মহিলা সিঙ্গলস থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে আরেক তারকা শাটলার সাইনা নেহওয়ালকে। থাইল্যান্ডের ফিত্তায়াপর্ন চাইওয়ানের কাছে ১৬-২১, ২১-১৭, ২১-২৩ ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যান ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী।উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই পিভি সিন্ধু মুখোমুখি হবেন টুর্নামেন্টের পঞ্চম বাছাই থাইল্যান্ডের বুসানন অংবামরুংফানের। অন্যদিকে ২০১৫ এই টুর্নামেন্টের বিজেতা কিদাম্বি শ্রীকান্ত শেষ আটে খেলবেন ষষ্ঠ বাছাই থাই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। আর দ্বিতীয় রাউন্ডে চমকে দেওয়া জয়রামও নামবেন টুর্নামেন্টের অষ্টম বাছাই থাই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে।

লাল-নীল-গেরুয়া...! "রঙ" ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা "খাচ্ছে"? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম "সংবাদ"! "ব্রেকিং" আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে "রঙ" লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে "ফেক" তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই "ফ্রি" নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

নক-আউট পর্বে গোয়ায় আজ দুই স্পেনীয় কোচের মস্তিষ্কের দ্বৈরথ

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ।। গত মরসুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এফসি গোয়ার যোগ্যতা অর্জনের নেপথ্যে মূল কারিগর ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সের্খিয়ো লোবেরা-কে আইএসএল শেষ হওয়ার আগেই ছেঁটে ফেলেছিলেন গোয়ার কর্তারা।

এই মরসুমে তিনি মুম্বই সিটি এফসি-র দায়িত্বে।লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে এটিকে-মোহনবাগানকে হারিয়ে নাটকীয় ভাবে এশিয়ার সর্বোচ্চ লিগে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন বার্তোলোমেউ ওগবেচে-রা। এ বার লড়াই ফাইনালে ওঠার। আজ, শুক্রবার সপ্তম আইএসএলের প্রথম সেমিফাইনালে মুম্বইয়ের প্রতিপক্ষ গোয়া। পুরনো দলের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বের দ্বৈরথে নামার আগে লোবেরা বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, "এই ম্যাচটা আমার কাছে বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। খেলা ৯০ মিনিটের। কিন্তু আমার ছেলেরা ১৮০ মিনিট খেলার জন্য তৈরি।" তিনি যোগ করেছেন, "দলের সকলেই এই ম্যাচটা খেলার জন্য উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। ওদের বলেছি, ফুটবল উপভোগ করো।" মুম্বই শিবিরে সুখবর, নির্বাসনমুক্ত হয়ে দলে ফিরছেন উগো বুমোস।দু'দলের কাছেই এখনও পর্যন্ত আইএসএল ট্রফি অধরা। গোয়া দু'বার ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরেছে। মুম্বইয়ের দৌড় সেমিফাইনালেই থেমে গিয়েছিল দু'বার। এই মরসুমে দু'দলই মরিয়া খেতাব জিততে। সপ্তম আইএসএলে লিগ পর্বে প্রথম সাক্ষাতে মুম্বই ১-০ হারিয়েছিল গোয়াকে। দ্বিতীয় পর্বের ফল হয়েছিল ৩-৩।শুক্রবারের ম্যাচে আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকবে তিকিতাকা বনাম তিকিতাকা, ইগর আঙ্গুলো বনাম উগো বুমোস দ্বৈরথও। দু'দলের স্পেনীয় কোচেরই প্রধান অস্ত্র পাসিং ফুটবল। এখনও পর্যন্ত সব চেয়ে বেশি পাস খেলেছেন মুম্বইয়ের ফুটবলারেরা (৯৭৪০টি)। দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে গোয়া (৯৬৬৫টি)।

মুখে তোলা যায় না! PSL-এ অখাদ্য খাবার নিয়ে তুলকালাম ইংরেজ তারকার

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ।। বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পাকিস্তান সুপার লিগ। ৭ জন ক্রিকেটার কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন এই লিগ চলাকালীন। কোয়েত্তা গ্ল্যাডিয়েটর্স দলের টম ব্যান্টন, ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের ফাওয়াদ আহমেদ, করাচি কিংসের ফিল্ডিং কোচ কামরান খান কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন।ইতিমধ্যেই শোয়েব আখতার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে একহাত নিয়েছেন লিগ অপেশাদারীভাবে আয়োজন করার জন্য। চরম সমালোচনার মুখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড লিগ বন্ধ করে রেহাই পেয়েছে।এর মধ্যেই নিকৃষ্টমানের খাবার নিয়ে অভিযোগ করে শোরগোল ফেলে দিলেন ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার এলেক্স হেলস। হেলসের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।হেলস ছবি তুলে ইনস্টাগ্রাম জানিয়েছেন কী ধরণের খাবার তাঁকে সার্ভ করা হচ্ছে। তিনি ইনস্টাগ্রামে লেখেন, "টোস্ট, ওমলেট এবং বেকড বিনস।" ছবিতেই স্পষ্ট তিনি খাবারের মানে সন্তুষ্ট নন।পাকিস্তান সাংবাদিক সাজ সাদিক এই পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে লেখেন, "মনে হচ্ছে পিএসএলে ব্রেকফাস্টের সময় খাবারের মান নিয়ে একদমই সন্তুষ্ট নন হেলস।"বিতর্ক থামাতে হেলস

অবশ্য পরের পোস্টেই সমালোচনার রাস্তা থেকে সরে আসেন। হেলস লেখেন, "কেবলমাত্র একটা মিলই ভুলভাবে অর্ডার করা হয়েছিল। এটা স্রেফ মজার লেগেছিল, আর কিছুই নয়। এখানকার খাবার এবং আতিথেয়তা দুর্দান্ত। আশা করি এই বিষয়টা সবকিছু স্পষ্ট করে দেবে।"ঘটনা হল, হয়ত ভুল খাবারই হেলসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে ছবিতেই স্পষ্ট খাবারের মান অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের।ঘটনা যাই হোক, পাকিস্তান বোর্ড যে অপেশাদারভাবে লিগ আয়োজন করছে, তা লিগ স্থগিত করে দেওয়াতেই বোঝা গিয়েছে। পিএসএলের বায়ো বাবল নিয়ম এতটাই দুর্বল যে যে কেউ সেই সুরক্ষাবলয় থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতে পারছেন। এই ঘটনায় পাক বোর্ডকে একহাত নিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক-ও। বর্তমানে অনির্দিষ্টকালের জন্য লিগ স্থগিত করে দেওয়ার পরে দেখার কখন আবার নতুন করে লিগ আয়োজন করতে সমর্থ হয় পাক বোর্ড।

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে প্রথম সেমিতে নেই সন্দেশ, চিন্তায় এটিকে মোহনবাগান শিবির

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ।। সেমিফাইনালের আগেই চিন্তায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। কারণ শনিবারের ম্যাচে দলের ডিফেন্সের অন্যতম স্তম্ভ সন্দেশ জিঙ্ঘানকে পাচ্ছে না এটিকে মোহনবাগান)। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে সন্দেশের চোটের গুরুত্ব বুঝে আর তাঁকে নামানোর সাহস পাচ্ছে না সবুজ-মেরুন শিবির। তাই ঠিক হয়েছে, সন্দেশকে বাদ দিয়েই খেলতে নামবে হাবাস বাহিনী। প্রশ্ন হল, সন্দেশ না খেললে তাঁর জায়গায় খেলবেন কে? মুম্বই সিটি ম্যাচে চোট পেয়ে বসে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় খেলেছিলেন কার্ল ম্যাকহিউ। তবে তিনি আসলে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড পজিশনে খেলেন। ফলে তাঁকে ডিফেন্সে নিয়ে এলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। তবে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন শুভাশিস বসু। ডিপ ডিফেন্সে খেলতে পারেন শুভাশিস। হাবাস কোন সিস্টেমে খেলবেন এখনও তা ঠিক করে উঠতে পারেননি। যদি ৩-৫-২ ফরমেশনে খেলেন তাহলে শুভাশিস-তিরি-প্রীতম কোটালকে রাখা যেতে পারে। তাহলে কার্লকে ডিফেন্সের উপরে স্ক্রিন হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তবে নর্থ-ইস্টকে প্রচন্ড গুরুত্ব দিচ্ছে এটিকে মোহনবাগান। বিশেষ করে তাদের ধারাবাহিকতা দেখে সবুজ-মেরুন শিবির প্রচন্ড চিন্তিত। আসলে মাচাডো, গ্যালাগো-র সঙ্গে জানুয়ারিতে সই করা ব্রাউন আসায় দলের ফরোয়ার্ড লাইন প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে। মাচাডো, গ্যালাগোরা প্রায় প্রতিটি ম্যাচে গোল করে চলেছেন। তার উপর ভারতীয়দের মধ্যে মাপুইয়া এই মুহূর্তে মাঝমাঠে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়ে নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক টিম ম্যানেজমেন্টের এক অন্যতম সদস্য বলছিলেন, "ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছে নর্থ-ইস্ট। টানা তারা জিতে আসছে। তার মানে ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে ডিফেন্সও ভাল খেলে চলেছে। ফলে দলটার মধ্যে একটা বাঁধন এসে গিয়েছে। এই দলকে হারানো খুব সহজ হবে না। তাছাড়া তারা প্রথম ফাইনাল খেলার স্বাদ পেতে চলেছে। তাই তারা মরিয়া হয়ে ঝাঁপাবে আমাদের বিপক্ষে। সেইজন্য আমাদের সবসময় ওদের প্রত্যেকের উপর কড়া নজরে রাখতে হবে।" এটিকে মোহনবাগান শিবিরকে ভাবাচ্ছে ডেডবল। ১৫টা গোল খেয়েছে দল। তার মধ্যে সাতটা গোল হয়েছে সেটপিস থেকে। মুম্বইয়ের কাছে দু"গোল খাওয়ার পিছনেও ছিল সেই দুটো সেটপিস। তাই হাবাস এই ব্যাপারটার উপর বেশ করে নজর দিচ্ছেন। টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যটি বলেই ফেললেন, "আমাদের ডিফেন্সকে হেলাফেলা করে গোল করে গিয়েছে তা কিন্তু নয়। সেটপিস থেকে বেশিরভাগ আমরা গোল খেয়েছি। সবচেয়ে কম গোল খাওয়া দলের মধ্যে আমরাই পড়ি। তা সত্ত্বেও সেটপিস আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। তার জন্য কীভাবে কাকে কে ম্যান মার্কিং করবে তা বারবার করে তুলে ধরা হচ্ছে। এদিনের অনুশীলনে সেটাই আমরা বারবার বুঝিয়েছি।

অলিম্পিক্স পদক জয়ের স্বপ্ন নিয়েই টেনিসে ফিরেছেন সানিয়া

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পদক জয়ের স্বপ্ন নিয়েই এক বছর পর টেনিস কোর্টে ফিরেছেন সানিয়া মির্জা। এমনটা জানালেন নিজেই। কাতার ওপেনে মহিলাদের ডাবলসে সেমিফাইনালে হারতে হলেও আশা ছাড়তে নারাজ তিনি। সানিয়া বলেন, "টোকিয়ো অলিম্পিক্সকে সামনে রেখেই খেলা শুরু করেছি। আগের অলিম্পিক্সে আমরা পদকের খুব কাছে এসে গিয়েছিলাম। অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয় আমাদের। আমার মনে হয় প্রত্যেকেই অলিম্পিক্সে একটা পদক জেতার স্বপ্ন দেখে। তাই আমিও আর একবার সুযোগ নিতে চাই। সময় বলবে আমি অলিম্পিক্সে পদক জিততে পারব কি না। তবে, এটা আমাকে টেনিসে ফিরতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।২০১৮ সালে মা হন সানিয়া। তারপর আবার টেনিসে ফিরে এসে অনুপ্রাণিত করেছেন অনেক মহিলাকে। সানিয়া বলেন, "মহিলারা ভাবেন সন্তান হওয়ার পর জীবন শেষ। কিন্তু তা নয়, সন্তান হওয়ার পরও স্বপ্নের পিছনে দৌড়নো যায়। স্বপ্নকে ভেঙ্গে ফেলার দরকার হয় না।

শাস্ত্রী, মদনলালের পর এবার করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিলেন কিংবদন্তি কপিল দেব

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ।। বুধবার করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। ৬২ বছর বয়সী প্রাক্তন এই ক্রিকেটার নয়াদিল্লির ফর্টিস হসপিটাল হার্ট ইনস্টিটিউটে কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার অতুল মাথুরের তত্ত্বাবধানে করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহণ করেন বলে জানা গিয়েছে। টিকা নিয়েছেন দেশের প্রাক্তন কিংবদন্তি অল রাউন্ডার মদনলালও। সেই ছবি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন।প্রসঙ্গত, অক্টোবরে বুকে ব্যাথা নিয়ে এই হাসপাতালেই ভর্তি হন কিংবদন্তি ক্রিকেটার। সেখানে তাঁর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়। তবে দিন দুয়েকের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি।অপরদিকে, করোনা টিকা নিয়েছেন ১৯৮৩-এর বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম ক্রিকেটার মদনলাল। দিল্লির জীবন হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে এই ডোজ নেন তিনি। পরে টিকা নেওয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। প্রাক্তন ক্রিকেটারের এই দৃষ্টান্তমূলক কাজে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় নেট দুনিয়া।ইতিমধ্যেই করোনা টিকা গ্রহণ করেছেন রবি শাস্ত্রীও। মঙ্গলবার প্রথম ডোজ গ্রহণ করেন তিনি। আহেমদাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালে টিকা নেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ।বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট ম্যাচে ৪০০-এর উইকেট এবং ৫ হাজারের বেশি রান করার নজির গড়েন কপিল। ৬১ বছর বয়সি প্রাক্তন এই ক্রিকেটার এখন গল্ফ খেলেই অনেকটা সময় কাটান। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরও তিনি জানান, দ্রুত গল্ফ কোর্টে ফিরতে চান।দেশে করোনার প্রকোপ খানিক কমলেও এর দ্বিতীয় স্ট্রেন চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসনের। প্রথম পর্বে কোভিড ১৯ টিকা নিয়েছেন দেশের স্বাস্থ্যকর্মীরা। পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্বে।

সন্ধান চাই

Ref :- West Agartala women PS GDE No. 06, dated - 26/02/2021. পাশের ছবিটি ১) শ্রীমতি বুল্টি বেগম, স্বামী - আলাল মিঞা, সাং - দক্ষিণ জয়নগর, থানা - আগরতলা পশ্চিম থানা, বয়স - ১৯ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ - ফর্সা, চুল - মাঝারি, স্বাস্থ্য - স্বাভাবিক, পরনে - লাল রঙের চুড়িদার। (২) রুকসানা বেগম, পিতা - আলাল মিঞা, সাং - দক্ষিণ জয়নগর, থানা - আগরতলা পশ্চিম থানা, বয়স - ২ বছর, পরনে - গোলাপী রঙের ড্রেস। গত ২৫/০২/২০২১ ইংরেজি তারিখ রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে বুল্টি বেগম তাঁর মেয়েকে নিয়ে বাহির হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি, বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মা এবং মেয়েটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৪৫৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1617/21

GOVERNMENT OF TRIPURA
JOINT RECRUITMENT BOARD, TRIPURA (JRBT)
DIRECTORATE OF EMPLOYMENT SERVEICES & MANPOWER PLANNING
AGARTALA : WEST TRIPURA

NOTICE

Referance : Advertisement no. 01/2020 dated 27th November, 2020 & Revision of Advertisement No. 01/2020 vide No. F.10(28)/DESMP/2020 datd 12th February, 2021
This is for information to all concerned that a detailed syllabus has been devised within the broad outline of syllabus already notified by Joint Recruitment Board, Tripura (JRBT) for the Common Written Examination scheduled on 25/04/2021 for recruitment to the post of Group C for clarity and convenience of the candidates.

Sd/-Illegible
Controller of Examinations
JRBT

Name of the Examination :- Written Examination for recruitment of the post of Gr-C(Common)
Total Marks -Paper-I-70 Marks
Paper-II-100 Marks

Subject	Syllabus	Total marks
Paper-I English	Knowledge of English (ORM based MCQ Type) : ♦ Comprehension ♦ Gap Filling (with Article, preposition, Tense, forms of verbs etc) ♦ Transformation of Sentences (Exclamatory of Assertive, Affirmative to Interrogative, Affirmative of Negative & vice versa, Simple, Complex, Compound) ♦ Narration ♦ Edition (with Article, Preposition, modals of Verbs, Prefix, Suffix etc) ♦ Error Finding ♦ Voice Change ♦ Synonym & Antonym ♦ Re-arrangement	40
	Job oriented quations (OMF based MCQ Type) : Administrative Setup, Fundamental knowledge on Application of Technolony in office Works, Punctuality, Cleanliness and orher related aspects.	30
Paper-II General Knowledge & Current Affairs	i) Matter of common experience and current events and problems with special reference to India and world, helping the development of curiosity and interest among the youths. ii) Elementary knowledge of Indian History, Indian Geography and Constitution of India.	100

ICA-D-1621/21

শুখা মরশুম শুরু হওয়ার আগেই জল সংকটে তেলিয়ামুড়া-র প্রত্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। শুখা মরসুম শুরু হওয়ার আগেই পানীয় জলের তীব্র সংকটে পড়েছেন তেলিয়ামুড়া কালিটিলা এলাকার মানুষজন। বিকল হয়ে পড়া জলের উৎস দ্রুত সংস্কার করে পাইপলাইনে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থার জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

শুখা মরসুম শুরু হওয়ার আগেই তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পানীয় জলের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। একটিমাত্র গাড়ি করে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে এলাকায়। ওই সব এলাকায় পাইপলাইনে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু জলের উৎস বিকল হয়ে পড়ায় বেশ কিছুদিন ধরে পাইপলাইনে পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি পানীয় জলের দাবিতে এলাকাবাসী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। তাতে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যতদিন পর্যন্ত পাইপলাইনে পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না ততদিন গাড়িতে করে ওই এলাকায় জল সরবরাহ করা হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে জল সরবরাহ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ উঠেছে। কারণ, মাত্র একবারই জল সরবরাহ করা হয়। চাহিদার তুলনায় তা নিতান্তই কম। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, স্থানীয় জলের উৎস বেশ কিছুদিন ধরেই বিকল হয়ে পড়ে আছে। জলের উৎস সংস্কার করে পাইপলাইনে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা না হলে এলাকার মানুষদের সমস্যার সমাধান হবে না। ডিডাব্লিউএস দপ্তরের কর্মকর্তারা পানীয় জলের উৎস সংস্কার করে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে গেলেও এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লক্ষনীয় হয়ে উঠছে না বলে অভিযোগ। অবিলম্বে এলাকায় বিকল হয়ে পড়া পানীয় জলের উৎসটি সংস্কার করে পাইপলাইনের পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে দপ্তরের মর্জি মাফিক ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

মাটি বহনকারী গাড়ি-র যাতায়াতে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ীকুল, আড়ালিয়া-য় অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। বাইপাস আড়ালিয়া সড়ক দিয়ে প্রতিনিয়ত মাটি বেশ কিছুসংখ্যক গাড়ি। তাতে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যেতে মত হয়ে উঠেছে।এর প্রতিবাদে আড়ালিয়া বাজারে শুক্রবার পথ অবরোধ করা হয়।

বেপরোয়াভাবে মাটির বহনকারী গাড়ি চলাচল করার ফলে আড়ালিয়া বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকার মানুষজন মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন। মাটির বহনকারী গাড়ি চলাচলের ফলে রাস্তাঘাট ধুলাবালুতে একাকার হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে চলাচল করা রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। স্কুল এবং অফিস টাইমে মাটির বহনকারী গাড়ি চলাচল করার ফলে অফিস ছাত্রী এবং ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে আড়ালিয়া বাজারের ব্যবসায়ী সহ পার্শবর্তী এলাকার জনগণ মাটির পরিবহন মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। স্কুল এবং অফিস টাইমে মাটি বহনকারী গাড়ি গুলি যাতে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল বন্ধ রাখে সে জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি রাস্তায় যাতে ধুলাবালি না উরে সেজন্য রাস্তায় নিয়মিতভাবে জল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাটি পরিবহনকারী গাড়ির চালক ও মালিকরা তাতে পাত্তাই দিচ্ছে না। বেপরোয়াভাবে মাটি বহন করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে শুক্রবার আড়ালিয়া বাজারের ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে যানবাহন আটকে পড়ে।বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন আটকে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ স্থলে ছুটে আসেন। অবরোধকারীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন স্কুল ও অফিস টাইমে এই রাস্তাদিয়ে মাটির বহনকারী গাড়ি গুলি চলাচল করতে পারবে না। শুধু তাই নয় রাস্তায় যাতে ধুলাবালি না উরে সেজন্য নিয়মিতভাবে জল দিতে হবে।

প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারাবৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ভ্যাকসিন মজুদ রাখার জন্য ওএনজিসি দিল রেফ্রিজেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন মজুদ রাখার জন্য ওএনজিসির তরফ থেকে রাজ্যের প্রতি জেলাতে রেফ্রিজেটর প্রদান করা হচ্ছে। শুক্রবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কার্যালয় রেফ্রিজেটর গুলি তুলে দিয়েছেন ওএনজিসি অ্যাসেট ম্যানাজার তরুণ মল্লিক। এ উপলক্ষে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কার্যালয় এ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রেফ্রিজেটর গুলি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর হাতে তুলে দিয়ে ওএনজিসির এসেট ম্যানেজার বলেন, সিএসআর ফান্ডের টাকা থেকে এইসব রেফ্রিজেটর প্রদান করা হয়েছে।করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিন যাতে সংরক্ষণ করা যায় সে লক্ষ্যেই তারা এগুলো প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অনেক আগেই এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে দেওয়ার কথা থাকলেও নানা কারণে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এগুলি ভ্যাকসিন মজুদ রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। ওএনজিসি ত্রিপুরা স্টেট এর পক্ষ থেকে ভ্যাকসিন মজুদ রাখার জন্য রেফ্রিজেটর গুলি প্রদানে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ, থানায় মামলা

ত্রনিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ মার্চ।। নাবালিকাকে অপহরণ করার পর শেষে একাধিকবার বলপূর্বক ধর্ষণ করে এক যুবক। সংবাদে প্রকাশ আমতলি থানাধীন চৌমুহনী বাজার নারায়ন খামার এলাকার এক বখাটে যুবক যার নাম সুমন ঘোষ বাবার নাম সুভাষ ঘোষ। এই সুমন ঘোষ ১৬ বছর বয়সি এক নাবালিকার সাথে দীর্ঘ দুই বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তারপর ওই নাবালিকা মেয়েটিকে বিভিন্ন প্রলোভন এবং ভয় দেখিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারপর বল পূর্বক ওই নাবালিকা মেয়েটিকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে। ধর্ষক তাতেই শান্ত হয়নি নাবালিকা মেয়েটিকে ধর্ষণ এর শেষে হুমকি দেয় যে এই কথা যদি কারোর কাছে প্রকাশ হয় তাহলে ওই নাবালিকা মেয়েটিকে খুন করা হবে বলে হুমকিও দেয়।

যার দরুন নাবালিকা মেয়েটি এতদিন কাউকে কিছু বলেনি। তারপর গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এই নাবালিকা মেয়েটির তার বাবা-মায়ের কাছে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক এর ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানায়। সঙ্গে সঙ্গেই ওই নাবালিকা মেয়ের মা বাবা ওই নাবালিকা মেয়েটিকে নিয়ে আমতলী থানায় গিয়ে অভিযুক্ত সমুন ঘোষের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর হলো ২৮/২০২১ আন্ডার সেকশন- ৩৬৬ (এ)৩৭৬ আইপিসি অ্যাক্ট এবং পকসো ধারায় আমতলী থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করে। গতকাল রাতেই কুখ্যাত অপহরণ এবং ধর্ষক সুমন ঘোষ কে তার নারায়ন খামারস্থিত নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। এদিকে শুক্রবার ওই নাবালিকা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীরা যত আরএসএস বলবে সঙ্ঘ ততই শক্তিশালী হবে : ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ৫ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) সম্পর্কে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং প্রধানমন্ত্রীর দাড়ি সম্পর্কে কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের মন্তব্যের জবাব দিয়ে দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। শুক্রবার ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, 'বিরোধীরা শুধু আরএসএস-আরএসএস বলতেই থাকে, তাঁরা যত বলবে আরএসএস ততই শক্তিশালী হয়ে উঠবে।' এদিন ক্ষোভের সুরে বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'বিরোধীরা শুধু আরএসএস-আরএসএস বলতেই থাকে, তাঁরা যতই আরএসএস-আরএসএস বলবে সঙ্ঘ ততই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আরএসএস-এর জন্যই আজ আমি এখানে। প্রধানমন্ত্রীও অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলেন আমিও আরএসএস থেকে এসেছি।' কংগ্রেস নেতা শশী থারুরকে জবাব দিয়ে ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন,'এমনকি প্রধানমন্ত্রীর দাড়ি নিয়েও তাঁরা বাজে কথা বলে। অথচ কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।' এদিন কর্ণাটকের বিরোধী বিধায়কদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, ' আপনারা বিরোধী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সস্তা হল সোনা

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.) : ভারতে আরও সস্তা হল সোনা। শুক্রবার এমসিএক্স সূচকে ১০ গ্রাম সোনার দাম ০.৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪,৪০০ টাকা। এই নিয়ে গত ন''দিনে আটবার পড়ল হলুদ ধাতুর দর। একইভাবে কমেছে রুপোর দামও। এক কেজি রুপোর দাম ০.৬৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৬৫,৫২৩ টাকা। বিশ্ব বাজারে হলুদ ধাতুর নিম্নমুখী গ্রাফ অব্যাহত। এক আউন্স সোনার দর ০.২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১,৬৯৩.৭৯ ডলার। শক্তিশালী মার্কিন ডলারের মধ্যে চলতি সপ্তাহে হলুদ ধাতুর দু''শতাংশের বেশি কমেছে। অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর মতো রুপোর দর ০.২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২৫.৩৫ ডলার। তবে চলতি সপ্তাহে এখনও পর্যন্ত রুপোর দর পাঁচ শতাংশের মতো পড়েছে। জিয়োজিতফিনান্সিয়াল সার্ভিসের তরফে জানানো হয়েছে, এক আউন্স সোনা ১,৭৬০ ডলারের নীচে সহায়তা পেলে হলুদ ধাতু চাপের মধ্যে থাকবে। উত্থানের জন্য সোনার দর ১,৮২০ ডলারের উপরে যেতে হবে। এমসিএক্স সূচকে এক কেজি সোনা ৪৩,৮০০ টাকায় সহায়তা পাচ্ছে এবং বাধা পাচ্ছে ৪৬,৪৫০ টাকায়। গত বছর ভারতীয় বাজারে ৭ আগস্ট ১০ গ্রাম সোনার দর রেকর্ড ৫৬,২০০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর থেকে ক্রমশ সোনার দাম অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে। আপাতত রেকর্ডের দরের তুলনায় সোনার দাম প্রায় ১২,০০০ টাকা কম আছে। তা সত্ত্বেও ইতিবাচক আশা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারত যখন উন্নয়নের পথে হেঁটেছে, পাকিস্তান তখন ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে : ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ৫ মার্চ (হি.স.): রীতিমতো ভারত বন্দনা করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বৃহস্পতিবার রাত আটটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত যখন একটু একটু করে উন্নয়নের পথে হেঁটেছে পাকিস্তান তখন ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে।

শনিবার পাক সংসদের নিম্নকক্ষে আস্থা ভোটের মাধ্যমে নিজের শক্তিপরীক্ষা হবে ইমরানের। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় ভিডিও বার্তায় সেই নিয়ে বক্তব্য রাখেন ইমরান। জানিয়ে দেন, হেরে গেলে গদি ছাড়তেও আপত্তি নেই তাঁর। এরই পাশাপাশি দেশের পরিস্থিতি নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। রীতিমতো ভারত বন্দনা করতেও দেখা যায় তাঁকে। ঠিক কী বলেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী? তাঁর কথায়, ''আজ থেকে ৫০-৫৫ বছর আগে সারা বিশ্বে উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে পাকিস্তানকে ধরা হত। আমাদের দেশের এমনই একটা ভাবমূর্তি ছিল বিশ্বের কাছে। আমেরিকায় গেলে পাক প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে হাজির থাকতেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।'' কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্রমেই নিচের দিকে নামতে থাকে পাকিস্তান। এমন দাবি করে ইমরান বলেন, ''এর সূচনা হয়ে গিয়েছিল ১৯৫০ সালের পর থেকেই। দুর্নীতি আকাশ ছুঁয়ে ফেলতে শুরু করেছিল। দলীয় প্রতীক ছাড়া নির্বাচন শুরু হয় দেশে। সেই সময় থেকেই পাকিস্তানের ভাগ্য বদলে যেতে থাকে।'' এরই পাশাপাশি তাঁর কথায় উঠে আসে ভারতের প্রশস্তি। তিনি বলেন, ''ক্রিকেট খেলতে যখন ভারতে যেতাম, তখন মনে হত কোনও গরিব দেশ থেকে এক সম্পদশালী উন্নত দেশে খেলতে এসেছি।''

প্রসঙ্গত, বছর তিনেক আগে মসনদে বসা ইমরান ক্রমেই কোণঠাঁসা হয়ে পড়েছেন। বিশেষত, গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে এগারোটা দলের বিরোধী জোটের প্রতিবাদে ক্রমেই দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে তাঁর পিঠ। অন্যদিকে অস্বস্তি আরও বেড়েছে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স-এর ধূসর তালিকা থেকে পাকিস্তান রেহাই না পাওয়ায়। এবার গদি হারানোর মুখে ইমরানের মুখে শোনা গেল উলট পুরাণ।

ভারত বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): স্বাস্থ্য সঙ্কটের সময়ে বিশ্বকে সেবা করার মাধ্যমে ভারত বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এই আস্থা শুধুমাত্র ফার্মা সেক্টরেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মাধ্যমে সমস্ত সেক্টর উপকৃত হবে। শুক্রবার প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ স্কিম সম্পর্কিত ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ স্কিম সম্পর্কিত ওয়েবিনারে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গত কয়েক সপ্তাহে, বিভিন্ন সেক্টরে বহু অভিনব পরামর্শ পেয়েছি আমরা। বিগত ৬-৭ বছরে, বিভিন্ন পর্যায়ে মেক ইন ইন্ডিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য বেশ কয়েকটি সফল প্রচেষ্টা করেছি

আমরা। দেশের বাজেট ও দেশের জন্য নীতি নির্ধারণ শুধুমাত্র সরকারি প্রক্রিয়া হওয়া উচিত নয়, দেশের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি স্টেক হোল্ডারের উচিত কার্যকর ভূমিকা রাখা।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'উন্নত সেল ব্যাটারি, সোলার পিভি মডিউল এবং স্পেশালিটি স্টিলের সহায়তায় দেশে এনার্জি সেক্টর আধুনিক হবে। একইভাবে টেক্সটাইল এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সেক্টর যে পিএলআই পাবে, তার থেকে আমাদের সমগ্র কৃষি সেক্টর উপকৃত হবে।' মোদী জানান, 'আগামী পাঁচ বছরে, পিএলআই প্রকল্পের আওতায় ভারত ৫২০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য তৈরি করবে। এর ফলে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি হবে এবং কর্মীশক্তি প্রায় দ্বিগুণ করবে। বর্তমানে ভারত যে নম্রতা ও কর্তব্যভাবের সঙ্গে মানবতার সেবা করছে, তাতে সমগ্র বিশ্বে ভারত অনেক বড় ব্র্যান্ডে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্য সঙ্কটের সময়ে বিশ্বকে সেবা করার মাধ্যমে ভারত বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এই আস্থা শুধুমাত্র ফার্মা সেক্টরে সীমাবদ্ধ নয়, এর মাধ্যমে সমস্ত সেক্টর উপকৃত হবে।

এনএসএসের বিশেষ শিবির সমাপ্ত

আগরতলা, ৫ মার্চ : গত ৪ঠা মার্চ এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল আমতলী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের এনএসএস এর সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবির। ২৬শে ফেব্রুয়ারি রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রীরামপ্রসাদ পাল মহোদয়। উপস্থিত ছিলেন ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় চেয়ারপার্সন শ্রী অজয় দাস মহোদয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ রাখেন শিক্ষক পরিষদের মাননীয় সম্পাদক শ্রী প্রদীপ লাল সাহা মহোদয়। সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন ছিল পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক, ট্রাফিক সচেতনতামূলক প্রচার, পাশাপাশি ছিল স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সেমিনার, আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন।

নজরুল কলাক্ষেত্রে সদর শহরাঞ্চল জেলার যুব মোর্চার কার্যকরি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।